নারী-শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

অন্তঃপুরিকা ও বিদ্যালয়স্থ ছাত্রীগণের
ব্যবহারার্থ

বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৪।
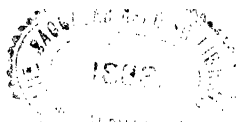
প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

নারী-শিক্ষা প্রথম ভাগ কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। বামাবোধিনী সভা হইতে ১২৭০ ভাদ্র হইতে ১২৭৪ চৈত্র পর্য্যন্ত যে সকল বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে; সেই সকল পত্রিকা হইতে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী বিষয় গুলি উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে "নারীশিক্ষা" নামে প্রকাশিত হইল।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব এবং "হেয়ার প্রাইজফণ্ডের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়দিগের যত্নে এই পুস্তকের সমুদয় ব্যয় "হেয়ার প্রাইজফণ্ড" হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বামাবোধিনী সভা
মাঘ ১২৭৫।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

তিন বৎসর গত হইল হেয়ার প্রাইজফণ্ডের সাহায্যে নারী-শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হয়। এই পুস্তকদ্বয় এদেশীয় নারীগণের শিক্ষার বিশেষ উপযোগী বলিয়া সাধারণ কর্ত্তৃক যেরূপ সমাদরে গৃহীত হইয়াছে,

তাহাতে আমরা আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি। বস্তুতঃ সাধারণের আগ্রহাতিশয়ে এক বৎসরের অধিক হইল, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন হইয়া উঠে। কতকগুলি বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ নারীশিক্ষা পুনর্মুদ্রাঙ্কণে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এবার নারীশিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। প্রতেক ভাগ অল্পমূল্য হয় অথচ নারীগণের পাঠোন্নতি পক্ষে উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে পারে ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার নিমিত্ত এবার পুস্তকের বিষয় গুলি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত, অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অনেক নূতন বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে পূর্ব্বে যে প্রণালী ক্রমে প্রস্তাব সকল শ্রেণীবদ্ধ ছিল তাহা উৎকৃষ্ট বোধ হওয়াতে অনেক পরিমাণে রক্ষা করা গিয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল প্রস্তাব প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে কঠিন বোধ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগ নারীশিক্ষা ও নূতন বামাবোধিনী হইতে কয়েকটী সহজ প্রস্তাব সংগৃহীত হইবাছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে প্রণালী বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্ত দৃষ্ট হইবে।

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, প্রথম বারের নারী-শিক্ষা যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, এই বারেও সেইরূপ হইলে আমাদিগের যত্ন ও শ্রম সফল হয়।

বামাবোধিনী সভা,
বৈশাখ ১২৭৯।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এবার পুস্তকখানি আদ্যন্ত সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। কয়েকটী প্রবন্ধ কঠিন বা অনুপাদেয় বলিয়া বোধ হওয়াতে তাহা পরিত্যক্ত এবং নূতন কিছু কিছু পাঠ সংযোজিত হইল।

নারীশিক্ষা অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষার জন্য প্রণীত হয়, সুতরাং ইহা তাঁহাদিগেরই বিশেষ পাঠোপযোগী। কিন্তু ইহা যাহাতে বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের পাঠ্য হইতে পারে, তৎপক্ষেও আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা-হিতৈষী মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় ইহা সাদরে গৃহীত হইলেই আমাদিগের সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

নারীশিক্ষার ২য় ভাগ যন্ত্রস্থ, শীঘ্র পুনর্মুদ্রিত হইয়া

প্রচারিত হইবে। ইহার তৃতীয় ভাগ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইবে কি না, এখনও বিবেচনা-সাপেক্ষ রহিয়াছে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইতেছে, সুতরাং ‘নারী-শিক্ষার, পরিবর্ত্তে অন্য নামেও কোন কোন পুস্তক প্রচারিত হইবে এবং তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে আশা করা যাইতে পারে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
পৌষ ১২৯০।

সূচীপত্র।

৯। পদ্য।

চিত্র।

নারী-শিক্ষা।

প্রথম ভাগ।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা।

(জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন)

জ্ঞানদা। সরলা ! আমি শুনে বড় দুঃখিত হলাম, তুমি না কি আর লেখা পড়া কর না ?

সরলা। তুমি ভাই জান, লেখা পড়ার জন্যে আগে আমার ভারি ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি কর্‌বো ? পাঁচজনার পাঁচ কথা শুনে আমার মন ফিরে গেছে। এখন আমি বলি, মেয়ে মানুষের ও কাজ নয়।

জ্ঞা। ছি ভাই ! পাঁচজনার কথায় তোমার মন ফির্‌লো ? তোমার নিজের ঘটে কি একটু বুদ্ধি নাই, ভাল মন্দ বিবেচনা নাই, তবে মানুষের চামড়া তোমার গায় কেন ?

স। তুমি ভাই আমাকে এককালে এত অবুঝ ঠাউরো না। সত্যি সত্যি কি পরের কথা শুনেই আমি বল্‌চি? আমি আপনি মনে বুঝে দেখিই বল্‌চি—আমি মনে একটা, মুখে একটা, কাজে একটা ভাল বাসি না। ঠিক্‌ বলচি তুমি আমার সব আপত্তি যদি কেটে দিতে পার, তাহলে তোমার কথা শুনে চল্‌বো।

জ্ঞা। তোমার নাম যেমন সরলা, তোমার সরল কথা শুনে আমি খুসি হলাম। আচ্ছা তোমার কি আপত্তি বল?

স। ভাই আমি শুনিচি শাস্ত্রে ইটী বারণ আছে। আমি কি শাস্ত্র ছেড়ে পাপ কর্‌বো?

জ্ঞা। আমাদের মেয়ে মানুষদের কেমন স্বভাব, যা জানিনে তাইতেই শাস্ত্রের দোহাই দে অন্যের মুখ বন্ধ করি। তুমি কি কিছু পড়ে দেখেচো? এদেশের একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনেক শাস্ত্রের বচন তুলে মেয়ে মানুষদের লেখা পড়া করা উচিত প্রমাণ করেচেন; তার একটা শ্লোক শোন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" পিতা কন্যাকে পালন করিবেন এবং যত্ন করে লেখা পড়া শেখাবেন। সে বই খানি কাছে নাই, থাক্‌লে তোমায় সব শুনাতাম।

স। যদি ভাই শাস্ত্রে ওরকম লেখা থাকে, কিন্তু যা কোন কালে কেও করেনি, আমার বিবেচনায় তা করা ভাল বোধ হয় না।

জ্ঞা। নূতন যা হয় তাই খারাব, এ আমাদের একটা বড় ভুল। দেখ এই যে কলের গাড়ীতে যাবার জন্যে লোক সব ব্যতিব্যস্ত হয়, এত আজ্‌কাল্‌ তয়ের হয়েছে, এখন নূতন নূতন কত কল বেরুচ্চে; আরও দেখ বেটা ছেলেরা যে ইংরাজী লেখা পড়া শিখ্‌ছে, ইংরেজের কাছে চাকরী কচ্চে, এ বা কোন্‌ কালে ছিল?

স। নূতন যদি কিছু ভাল হয় তা কর্ত্তে দোষ নাই, কিন্তু একটা নূতন কাণ্ড কেও যা ভাল বলে না, তা কেমন করে করা যায়?

জ্ঞা। ভাই! লেখা পড়াটা শেখা কত বড় উপকারী পরে বল্‌বো, আগে তোমার আর সব সন্দেহ যাক্‌। এটা যে নূতন কাণ্ড কে তোমায় বল্লে? যদি দেশের আগেকার খবর রাখ্‌তে, তাহলে তোমার বোধ হতো আগে সব মেয়ে লেখা পড়া করতো। আজও কত বড় বড় মেয়েদের নাম শোনা যায়! খনার জ্যোতিষ সকলেই জানে, লীলাবতীর (১) যে আঁকের বই আছে তা দেখে কত পণ্ডিত লোক অবাক্‌ হন, বিলেতের সাহেবেরা তা থেকে কত সঙ্কেত শিখে নেছেন। গার্গী বলে এক মেয়ে মানুষ বেদ অবধি পড়েছিলেন। রুক্মিণী বিবাহের সময় কৃষ্ণকে পত্র লিখেছিলেন। অধিক কি বল্‌বো, মহাকবি কালিদাসের কথা

(১) ইহা লীলাবতীর পিতা কন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত করেন।

শুনেচ, শোনা যায় তিনি আগে এমন মূর্খ ছিলেন যে ডালের আগায় বসে গোড়ায় কোপ দিচ্ছেলেন। তাঁর স্ত্রী ভারি লেখা পড়া জান্‌তেন, কালিদাস তাঁর কাছে লজ্জা পেয়ে বিবেকী হয়ে গেছেলেন, তার পর কত বড় লোক হলেন! আগে আগে মেয়েদের স্বয়ম্বরা হত, তায় যে এসে কন্যাকে শাস্ত্রে হারাইতে পারিত, সেই তাহার বর হইত। এতে কি বোধ হয় না আগে লেখাপড়ার চলন ছিল?

স। ভাই আগেকার মেয়েরা যদি লেখাপড়া কর্ত্তো, শাস্ত্রেও তাই বলে, তবে এর চলন উঠেগেল কেন?

জ্ঞা। তুমি ভাই জান, আগে হিন্দুদের রাজত্ব ছিল, তার পর মুসলমানেরা রাজা হয়, এখন ইংরেজেরা এদেশ শাসন কর্চ্চেন। মুসলমান রাজাদের সময়ে হিন্দুদের অনেক রীতি নীতি উঠে যায়। আর তারা ভারি অত্যাচার কর্‌তো, এতে হিন্দুরা ভয় করে অনেক ভাল কাজও ছেড়ে দেন। ইংরেজেরা ভদ্ররাজা, দেখ তাঁদের আমলে আবার মেয়েদের লেখাপড়ার কথা উঠেছে।

স। আমার বোধ হয় মেয়ে মানুষদের লেখা পড়ায় দোষ আছে তাহাতেই এ প্রথা উঠে গেছে। এক ত শুনি এতে বিধবা হয়।

জ্ঞা। আজও তোমার এত ভুল! লেখা পড়ার ভিতর কি বাঘ আছে যে এক জনের স্বামীকে খেয়ে ফেল্‌বে? আমি সেকালের যে সকল মেয়েদের কথা বল্‌লাম তারা তো

সধবা ছিল। লেখা পড়া কর্‌লে যদি বিধবা হয়, আর না কর্‌লে সধবা থাকে, তাহলে ইংরেজদের দেশের সব মেয়ে বিধবা হতো, আর আমাদের দেশের সকলেই সধবা থাক্‌তো। কিন্তু এদেশে তবে এত বিধবা কেন? বিধবা সকলেই হতে পারে, কেও লেখাপড়া শিখে হলেই কি লেখা পড়ার দোষ হলো?

স। কিন্তু ভাই অনেক মেয়ে এতে খারাব হয়ে যায়।

জ্ঞা। তুমি লেখা পড়ার কিছু জান না বলে এমন কথা কও। যার স্বভাব খারাব, যে খারাব সংসর্গে থাকে, সে লেখা পড়া করুক আর না করুক প্রায় খারাব হয়। অনেক মন্দ মেয়ে মানুষ খারাব মতলবেই একটু লিখ্‌তে বা পড়্‌তে শিখে, খারাব বই পড়ে, খারাব পত্র লিখ্‌তে শেখে; তা বলে কি লেখা পড়ার দোষ? টাকা নে অনেকে মন্দ কর্ম্ম করে তবে আর কারুর টাকা রোজকার করা উচিত নয়! খারাব মতলব থাক্‌লে এক রকমে না পারে আর এক রকমে যায়। তারা ত জ্ঞান পাবার জন্যে লেখা পড়া করে না।

স। তুমি ত এক এক কোরে আমার সব কথা কেটে দিলে দেখ্‌তে পাই। আচ্ছা তোমারে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি এই যে এত মেয়ে লেখা পড়া কর্চ্চে না তায় ক্ষতি কি হচ্চে?

জ্ঞা। ভাই কি ক্ষতি হচ্চে তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর?

একবার আমাদের অবস্থার পানে চেয়ে দেখ দেখি। পুরুষদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কল্লে আলো আর অন্ধকার বোধ হয়। আমরা কি মানুষ নই? পশুর মত খাওয়া দাওয়া আর সামান্য কাজ কর্ম্ম করেই জীবনটা কাটিয়ে যেতে এসেচি? আমরা যেমন পশুর মত থাক্‌তে ভাল বাসি, পুরুষেরাও তেমনি দাসীর মত কোরে রেখেছে, অবুঝ বোলে ঘৃণা করে, একটা কথা বল্লে "ও মেয়ে মানুষের কথা" বলে উড়য়ে দেয়! কি বল্‌বো ছোট ছোট ছেলেরা দু এক খানা বই পড়ে আমাদের ভুল্ ধরে, কথা শুনে হাসে, এতে তো আমাদের লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না!! নিজের ঘটে কিছু নাই, পরের কথা শুনে চল্‌তে হয়, চিরকাল পরের মন যুগয়ে থাক্‌তে হয়। আমরা চোক্ থাক্‌তে অন্ধ, মুখ থাক্‌তে বোবা। কোথাও থেকে যদি এক খানা দরকারী চিটি এল, কত সময় তা পড়তে না পেরে কত ক্ষতি হয়। একটা দরকারী বিষয় কাহাকে লিখিয়া জানিবার যো নাই। দূর দেশে যদি কোন আত্মীয় থাকে, মনের ভাব তার কাছে প্রকাশ কর্‌বার উপায় নাই, এতে কোরে কত সময় এক জনের মনের ভাব আর এক জন জান্‌তে না পেরে তার কর্ত্তব্য কাজ করতে পারে না। আমরা দেখ্‌তে পাই এদেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রায় মনের মিল নাই, তার একটী কারণও এই। বিদ্বান্ স্বামী মূর্খ স্ত্রীকে লইয়া দুদণ্ড কোন শাস্ত্রের কি জ্ঞানের কথা কহিতে

পারেন না, কেমন করে সুখী হবেন? আরও দেখ ভাল ভাল বয়ে কি সব জ্ঞান ও ধর্ম্মের কথা লেখা আছে তাকি জান্‌তে আমাদের ইচ্ছা হয় না? অনেক সময় ছেলে পুলে কি কোন আত্মীয় মরে গেলে মেয়ে মানুষে শোকে সারা হয়, কিন্তু ভাল বই পড়্‌তে পেলে তারা অনেক সান্ত্বনা পেতে পারে। মেয়ে মানুষদের মধ্যে এত ঝকড়া বিবাদ হয় কেন? পুরুষেরা অনেক সময় বাড়ীর ভিতর টেঁক্‌তে পারেন না। এরা সামান্য বিষয় নে অহঙ্কার করে, হিংসা করে। মেয়েদের দোষে কত ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হয়েছে। তারা যাদের ভাল বাসে, লেখা পড়া না জানাতে তাদেরও কত অনিষ্ট করে, মাতৃদোষে কত শিশু নষ্ট হয়!!

স। তোমার কথাগুলো ভাই আমার মনে বড় লাগ্‌ছে। কিন্তু অনেকে বলে মেয়ে মানুষে কি লেখা পড়া শিখে চাকরী কর্ত্তে যাবে, না সভায় গে বক্তৃতা কর্‌বে? তাদের লেখা পড়ার দরকার কি?

জ্ঞা। ভাই! লেখা পড় না শেখার যে কত দোষ আর শেখার যে কত গুণ, তা আমি মুখে মুখে কত বল্‌বো? যারা ও সব কথা কয় তারা নিতান্ত অজ্ঞান। একটু লিখ্‌তে বা কইতে পাল্লেই আমরা এক জনকে বড় লেখা পড়া জানে মনে করি, কিন্তু জ্ঞান না হলে আসল লেখা পড়া কিছুই হয় না। লেখা পড়া শিখ্‌লে সকল দেশের সকল কালের সকল প্রকার জ্ঞান আমরা ঘরে বসে অনায়াসে লাভ

কর্ত্তে পারি। পৃথিবী কি, সূর্য্য কি, বায়ু কি, পশু পক্ষী সকলের স্বভাব কি রূপ, এইরূপ চেতন অচেতন সকল পদার্থের বিষয় জান্‌তে পারি। এতে সুধু জ্ঞান হয় এমন নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও কত আনন্দ হয়। আমরা আপনারা কে, কার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, আমাদের কর্ত্তব্য কি, পরকালে আমাদের কি হবে, এই সকল বিষয় আর সকলের চেয়ে দরকারী; লেখা পড়া করে এও জান্‌তে পারি। আর যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা; লেখা পড়া শিখে তাঁর ভাব ও ইচ্ছাও জান্‌তে পেরে চিরকালের মঙ্গল লাভ কর্ত্তে পারি। এর চেয়ে সুখ আর কি আছে? আর তুমি যে চাকৃরি আর বক্তৃতার কথা বল্লে মেয়ে মানুষ সকল সময় সে রকমে পারুক আর না পারুক, অন্য রকমে ঢের কাজ কর্ত্তে পারে। ইংরেজদের অনেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে ভাল ভাল বই রচেছে, তাতে তাদের টাকা লাভ হয়েছে, আর কত লোকের উপকার হয়েছে। কত মেয়ে এই রকমে ছুঃখে পড়েও ঘর সংসার চালায়। আর মনে কর দেখি মা যদি ভাল লেখা পড়া জানেন, ছেলে পুলের লেখা পড়া শেখবার কত সুবিধা হয়। ইংরাজদের দেশের অনেকে মার কাছে প্রথম শিক্ষা পাইয়া বড় লোক হয়েছেন। স্ত্রী বিদ্যাবতী হইলে স্বামীর মহৎ মহৎ কার্য্যেরও অনেক সহায়তা করিতে পারেন। যে পুরুষের মা, স্ত্রী ও কন্যা বিদ্যাবতী, তাঁহার সৌভাগ্যের অবধি নাই। আর সভায়

যাবার কথা বল্লে, মেয়ে মানুষে পুরুষের সভায় সকল সময় যান না যান, তাঁরা আপনারাত একত্র হয়ে নানা প্রকার জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা কর্ত্তে পারেন, আপনাদের এবং দেশের কিসে মঙ্গল হয় তার উপায় কর্ত্তে পারেন। আর আমি ঠিক্ বল্‌তে পারি মেয়ে মানুষেরা আপনারা এইরূপ উদ্যোগী না হলে তাদের দুঃখ যাবে না, মঙ্গলও হবে না।

স। ভাই! লেখাপড়ায় যে এত হয় তা আমি জানিতাম না। তুমি ভাই আমার চখ্‌ ফুট্‌য়ে দিলে, আমি তোমার উপকার কখনও ভুল্‌বো না। আমার ইচ্ছে এখনি আপনি লেখাপড়া শিখি এবং আর সকলকেও শিখ্‌তে বলি। কিন্তু ভাই আমায় একটা উপায় বলে দেও দেখি, কি করে সময় পাই?

জ্ঞা। মন থাক্‌লে সব হয়। আমি দেখিচি পুরুষেরা একবারে আমাদের বেঁধে রাখ্‌তে চায় না। আমরা যদি গুছয়ে সংসারের কাজ কর্ম্ম করি, অনেক সময় পাই। কত সময় মিছে ঝকড়া কলহ আলস্য, পর নিন্দা আর আমোদের সেবা কর্ত্তে যায়। যদি এসব কুঅভ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া যায় আর লেখাপড়ার প্রতি একটু মন্ থাকে, সময়ের অভাব হয় না।

স। কিন্তু ভাই! কি রকম বই পড়্‌তে হবে তা আমি কেমন করে জান্‌বো? কিন্‌তে টাকা কড়ী বা কোথায় পাই?

জ্ঞা। একটু চেষ্টা কল্লেই হয়, আর আমি তোমাকে

অনেক সন্ধান বলে দিতেও পারি। বই কিন্‌তে কত কড়ী বা লাগে? যে কড়ীতে আমরা খেলনা কিনি, ভণ্ড গণক টনকের মন তুষ্ট করি আর মিছে তামাসা দেখি, তাতে অনেক বই হয়। খুব অল্পদামে বাঙ্গালা ভাল ভাল বই হচ্চে। আর তোমারে একটা শুভ খবর বলি, দেশের অনেক ভাল ভাল লোক আমাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে মেয়ে মানুষেরা যাতে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে তার উপায় কচ্চেন। লেখাপড়া শেখবার এমন সুযোগ আমাদের কখনও হয় নাই।

স। আচ্ছা ভাই! তুমি আমার গুরু হলে, আমায় যা বল্‌বে তাই কর্‌বো, লোকে যা বলে বলুক, আমি লেখাপড়া শিখ্‌বো।

জ্ঞা। দিন দুই একটু লোকের ঠাট্টা বা দুটা কথা সয়ে থাকৃতে হয়। যদি আপনাকে ভাল রেখে চল্‌তে পার, সকলেই তোমার গুণে সন্তুষ্ট হয়ে পরে ধন্য ধন্য কর্‌বে।

নারীচরিত।

কুমারী* হারিয়েট মার্টিনো।

(এখন আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার তাদৃশ চলন নাই, তাহাতেই অনেকে মনে করেন যে তাহারা পুরুষদের মত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে না। খনা, লীলাবতী, রুক্মিণী, গার্গী ও পূর্ব্বকালের আরও কত মেয়ের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে,) কিন্তু অনেকের বোধে সে কালের স্ত্রী-লোকে দেবতা ছিল, এখনকার মেয়েরা সেরূপ শিখিতে পারে না। এই ভ্রমটি দূর করিবার জন্য আমরা আজ একটী স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত লিখিতেছি। ইহাঁর নাম হারিয়েট মার্টিনো। ইনি ইংরেজদের দেশের একজন একেলে মেয়ে; বার্ত্তাশাস্ত্রে† সুপণ্ডিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি যেরূপ কষ্টে পড়িয়াও লেখা পড়া শিখিয়াছেন এবং যেরূপ রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে অনেক পুরুষকে অবাক্ হইতে হয়। ফলতঃ এই মেয়েমানুষটী স্ত্রী জাতির অলঙ্কার এবং একটী প্রধান আদর্শস্থল তাহার সন্দেহ নাই।

হারিয়েট্ মার্টিনো ইংরাজী ১৮০২ শকের ১২ই জুন তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৬১ বৎসর গত হইল নর্‌উইচ্ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার তেমন সঙ্গতি

---

* ইংরেজদের দেশে কোন কোন স্ত্রীলোক দেশের উপকারে জীবন কাটাইবার জন্য বা অন্যান্য কারণে বিবাহ না করিয়া কৌমার অবস্থায় থাকেন, তাহাদিগকে কুমারী বলে।

† যে শাস্ত্রে রাজ্য সংক্রান্ত বিষয় সকল আলোচিত হয়।

ছিল না, সুতরাং প্রথম বয়সে তিনি যৎসামান্য লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মত দুর্ভাগ্য মেয়ে মানুষ অতি অল্প দেখা যায়। তাঁহার শরীর স্বভাবতঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল, তাহার উপর নানা দৈব ব্যাঘাতে তিনি অনেক সুখে বঞ্চিত। ঘ্রাণশক্তি প্রায় জন্মাবধি নাই, আস্বাদন শক্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হয়, অল্প বয়সে তিনি আবার শ্রবণ শক্তিও হারাইয়াছেন। এখন তিনি এমনি কালা যে শব্দ কি রকম মনে করিতে হইলে সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিতে হয়, তাহাতেও ঠিক্ বুঝিতে পারেন না। প্রথম অবস্থায় তাঁহার সাংসারিক কষ্ট অনেক ছিল। যাহা হউক এরূপ আপদে পড়িয়াও বিদ্যাশিক্ষা ও আত্মোন্নতির জন্য তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মিল। তাঁহার ভ্রাতা জেম্‌স মার্টিনো তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উৎসাহ দিতেন; কিন্তু কার্য্য অনুরোধে প্রায় তাঁহাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইত, সুতরাং ভগিনীকে ইচ্ছামত সাহায্য করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় হারিয়েট্ নিজের যত্ন ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিলেন এবং 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ত্বরায় বিলক্ষণ বিদ্যাবতী হইয়া উঠিলেন।*

* ১২৭০ সালে এই প্রস্তাব লিখিত হয়, তখন হারিয়েট জীবিত ছিলেন। ১২৮৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গ্রন্থ রচনার জন্য হারিয়েটের বরাবর একটী আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; পরে পরিবারের নিতান্ত কষ্ট দেখিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'যুবাদের জন্য ধর্ম্মচর্চ্চা' নামে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। তদবধি ক্রমাগত কয়েক বৎসর লেখনীর বিরাম যায় নাই, শেষে পীড়াতে তাঁহাকে অক্ষম করিয়া ফেলিল। তিনি প্রথমকার লেখাদ্বারা তত বিখ্যাত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা সংসারের ক্লেশ অনেকটা দূর করিলেন। তাঁহার লেখা সরল এবং খুব জোরকলম ছিল, পরে যে ভাল লেখক হইবেন, ইহাতে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা গিয়াছিল। আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে, সকল লেখা গুলিই ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তিনি নিজে অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু আত্মোন্নতির একটী মহৎ উপায় গ্রহণ করিলেন। অন্য সকলকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল বিষয় পুস্তকে প্রকাশ করিতেন, আপনি শিক্ষার্থী হইয়া আগে সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ৭।৮ খানি উত্তম পুস্তক লিখিলেন এবং কয়েকখণ্ড পুস্তিকাও প্রচার করিলেন। এই সকল গুলিতে সামান্য লোকদের মঙ্গলের জন্য তাঁর যে কতদূর অনুরাগ তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'পালেষ্টাইন দেশের জনশ্রুতি' এই বিষয়টী লিখিয়া তাঁহার মন এক অভিনব উন্নত ভাবে পূর্ণ

হইল এবং এই সময় হইতে তাঁহার লেখারও উচ্চতর ও নূতনতর ভাবভঙ্গী প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার যশ অনেকদূর ব্যাপ্ত হইল। বস্তুতঃ পুস্তকখানি যেমন ধর্ম্ম-রসপূর্ণ, সেইরূপ কোমল ও মধুরভাবে লিখিত হইয়া সকলের মনোহর হইয়াছে। তিনি একেশ্বরবাদী† খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের দলস্থ ছিলেন, এবং ঐ সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী তিনটী পারিতোষিক রচনা লেখেন। (১) প্রাচীন ধর্ম্মোপদেশকেরা ধর্ম্মের ভাব কতদূর প্রচার করিয়াছেন, (২) ইস্রেল জাতির প্রতি ঈশ্বরের কিরূপ অনুগ্রহ, (৩) সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় কোন্ কোন্ বিষয়ে একমত হয়? এবিষয়গুলি লেখা সামান্য লেখাপড়া জানার কর্ম্ম নয়।

১৮৩০ ও ৩১ খৃষ্টাব্দে 'যৌবনের ৫ বৎসর' বলিয়া এক পুস্তক লেখেন এবং একখানি মাসিক পত্রিকাতে লেখার অনেক সাহায্য করেন। এই সময়ে তিনি 'বার্ত্তাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা' লিখিবার সঙ্কল্প করেন এবং পরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাহাতেই ব্যয় করেন। এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার একটী কারণ হঠাৎ উপস্থিত হইল। এক দিবস মাসেট নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের রচিত 'বার্ত্তাশাস্ত্র বিষয়ক কথোপকথন' নামক পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে যে সকল নূতন মত লিখিত হইয়াছে, তিনি না জানিয়া শুনিয়া ইতি-

† ইহাঁরা এক ঈশ্বর মানেন এবং যিশুখ্রীষ্টকে গুরু বলেন, পরমেশ্বরের অবতার বলেন না।

পূর্ব্বে আপনার অনেক পুস্তকে তাহার প্রসঙ্গ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন বার্ত্তাশাস্ত্রের মতের সহিত কল্পনা শক্তির বেশ যোগ করা যাইতে পারে এবং সেইরূপ করিয়া ২৪টী গল্প লিখিলেন। প্রথম পুস্তকখানি প্রচার করিতে তাঁহার অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কোন সভার সভ্যগণের সাহায্য লইয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন, কিন্তু সত্যের সহিত কল্পনার যোগ হইয়াছে ইহাতে উপকার হইবে না, ইহা বলিয়া তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একজন সাহসী ব্যক্তি প্রথম খণ্ডটী প্রচার করিলেন। ইহাতে সকল লোকেই যথেষ্ট সমাদর ও অনুরাগ প্রদর্শন করিল। প্রতি-মাসে তাহার এক এক খণ্ড পাইবার জন্য সকলেই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে পুস্তক খানির এরূপ অভাব বোধ ও গৌরববৃদ্ধি হইল, যে বারম্বার তাহা মুদ্রিত করিতে হইল এবং নানা ভাষায় অনুবাদ হইতে লাগিল। লেখিকা গল্প সকলের মূল উদ্দেশ্য ঠিক্ রাখিয়া তাহাতে এরূপ সুন্দর চরিত্র বর্ণন ও বিচিত্র ভাব সংযোজন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিতে সকলেরই মন আকৃষ্ট ও আমোদিত হয়। ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে তিনি এ প্রকার না লিখিলে বার্ত্তাশাস্ত্রের অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকলও অনেকের নিকট অপ্রকাশিত থাকিত। এই বিষয়টী লিখিয়া কল্পনারচক-দের মধ্যে তিনি একজন প্রধান বলিয়া গণ্য হন। এই

সময়ে ট্যাক্স অর্থাৎ করগ্রহণের বিরুদ্ধে ছয়টী এবং দরিদ্রের প্রতি নিয়ম বিষয়ে ৪টী গল্প লেখেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হারিয়েট আমেরিকাতে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার লেখাদ্বারা ইতিপূর্ব্বেই তিনি পরিচিত ছিলেন, অনেক ব্যক্তির মনে তাঁর প্রতি ভক্তিও জন্মিয়াছিল। তথায় যতদিন ছিলেন সেই দেশের রীতিনীতি আদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেই ক্ষেপণ করেন। পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকার জনসমাজ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স রাজ্যের শাসন প্রণালী, গৃহকার্য্যের নিয়ম শৃঙ্খলা, সভ্যতা এবং ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন। এক বৎসর পরে 'পশ্চিমভ্রমণ পুনরালোচনা' বলিয়া আর একখানি গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে আমেরিকার অনেক নূতন এবং বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পাঠকরিলে তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে তাঁর যে কতদূর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রবেশিকা বুদ্ধি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনন্তর স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার এবং গৃহকার্য্যের নানাবিধ সন্ধান বর্ণন করিয়া কয়েকখানি পুস্তক, একটী মনোহর উপন্যাস এবং 'সময় ও মনুষ্য' এই বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, কিন্তু তথাপি বালকদের জন্য কয়েকটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়া তুলিলেন। অবশেষে যখন একান্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন

কিছু কালের জন্য লেখনীকে বিশ্রাম দিতে বাধ্য হইলেন।

তাঁহার সদ্গুণের পুরস্কারের জন্য ইতিপূর্ব্বে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজমন্ত্রী লর্ড গ্রে রাজকোষ হইতে তাঁহাকে ১৫০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে লর্ড মেল্‌বোরন্ তাঁহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া তাহা লইবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, আমার হাজার কষ্ট হউক না কেন, আমি প্রকাশ্যে যে ট্যাক্স বা করের দোষ দর্শাইয়াছি, তাহার উদ্বৃত্ত টাকা কখনই স্পর্শ করিতে পারি না। এই সময়ে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, লিখিবার শক্তিও অচল হইয়াছিল, সাংসারিক অসুখও অনেক ছিল; তথাপি তিনি আপনার ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা বজায় রাখিবার জন্য এরূপ সুলভ অর্থ গ্রাহ্যই করিলেন না। ইহা কি কম স্বাধীনতা, কম বীরত্বের কর্ম্ম? ইহা কি সামান্য ত্যাগস্বীকার? এরূপ ধর্ম্মসাহসী মহিলা আমরা কোথায় দেখিতে পাই?

১৮৩৯ হইতে ৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হারিয়েট পীড়িতাবস্থায় ছিলেন। শেষোক্ত বর্ষে 'পীড়াগৃহে বাস' বলিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। তিনি শয্যাস্থ হইয়াও গভীর চিন্তা ও জ্ঞানোন্নতি সাধনে যে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইহাতে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। পীড়া হইতে তাঁহার আরোগ্য

লাভের আর কোন আশা ছিল না, কিন্তু মৈস্মর তন্ত্রের* আশ্চর্য্য চিকিৎসা কৌশলে তাঁহার কায়িক ও মানসিক বলের পুনরুদয় হইল। দুই খণ্ড উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া সত্বর ইহার প্রমাণও প্রদর্শন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে তিনি পশ্চিম খণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এক্ষণে (১৮৪৬ খৃঃ) তাঁহার ভ্রাতা ও কয়েকটী আত্মীয় ব্যক্তির সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। দুই বৎসর পরেই 'পূর্ব্ব দেশীয় লোকদিগের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা' বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিলেন এবং ইংলণ্ডদেশের কিয়দংশ ইতিহাস লিখিয়া ইতিহাস-লেখক বলিয়াও পরিচিত হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে 'মনুষ্যের সামাজিক স্বভাব ও উন্নতির নিয়ম' বিষয়ে সংখ্যা ক্রমে কতকগুলি পত্রিকা লিখিয়া গ্রন্থবদ্ধ করত প্রকাশ করিলেন। তিনি ফরাশী দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কংটের 'পসিটিব ফিলসফি' অর্থাৎ প্রাকৃত বিজ্ঞান গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার জীবন চরিতে এই খানি তাঁহার শেষ গ্রন্থ দেখা যায়, কিন্তু অদ্যাপিও মধ্যে

---

* এক প্রকার কৌশলের কথা শুনা যায়, তাহাতে অঙ্গুলি সঙ্কেত এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অন্য লোককে অচেতন এবং তাহার মন আপনার অধীন করা যায়। ইহাদ্বারা অনেক দুরূহ রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। মস্‌মর নামে এক পণ্ডিত এই কৌশল আবিষ্কার করেন।

মধ্যে পুস্তক প্রচার করিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ইহাঁর লেখা গুলি অতি সরল ও সুভাব পূর্ণ। তাহার অধিকাংশ দরিদ্র লোক, বালক ও স্ত্রী জাতির উপকারার্থে লিখিত হইয়াছে। ইহাঁর পুস্তক সকল জনসাধারণের যেরূপ অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড দেশের সাহিত্যের ও অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিলে সাংসারিক কাজকর্ম্মে অক্ষম হয় এই সাধারণ ভ্রমটি তিনি দূর করিয়াছেন। তিনি নিজে এক খণ্ড ভূমি লইয়া কৃষিকার্য্যের সুযোগ সন্ধান শিখিয়া আপনার বুদ্ধি কৌশলে তাহা এমন ফল-শস্যশালী করিয়াছিলেন, যে তদ্দর্শনে প্রতিবাসী কৃষকগণ আশ্চর্য্যান্বিত ও তাঁহার প্রতি দারুণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল। ঘর সংসারের নিগূঢ় সন্ধানেও তিনি অজ্ঞ নহেন, তাঁহার পুস্তক সকল দেখিলেই তাহা জানা যায়।

হ্যারিয়েট্ যদিও এক্ষণে বৃদ্ধ ও বধির, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে থাকিলে যথেষ্ট প্রীতি ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সকল বিষয়ের বহুদর্শী এবং উপকথার ভাণ্ডার স্বরূপ। সময় সময় তাঁহার বুদ্ধি-চাতুর্য্য ও কল্পনার প্রভাব দেখিলে আশ্চর্য্য মানিতে হয়। তাঁহার স্বভাব অতি সরল ও সাধু। সাধ্যমত সকলের প্রতি দয়া বাৎসল্য প্রকাশ করিতে তিনি কখনই ত্রুটি করেন না।

এই স্ত্রীলোকটির জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা

অনেকগুলি উপদেশ পাইতে পারি। (১) যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে যত কেন বাহ্য প্রতিবন্ধক থাকুক না, তাহা অতি-ক্রম করিয়া বিদ্যা শিক্ষা ও আত্মোন্নতি সাধন করা যায়। (২) পুরুষদের মত স্ত্রীলোকেরাও অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন। (৩) বিদ্যা শিক্ষা করিলে পুস্তক রচনা দ্বারা স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া অনায়াসে ধনোপার্জন করিতে পারেন। (৪) ইহা দ্বারা অপর সাধারণ সকলের মঙ্গল সাধনও করিতে পরেন। (৫ বিদ্যা দ্বারা সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদন করা যায়। (৬) বিদ্যার খ্যাতি স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় এবং ইহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী থাকে। (৭) প্রত্যেক অবস্থা হইতেই আত্মোন্নতি সাধন করা যায় এবং ভুক্তভোগী হইয়া অন্য লোককে প্রকৃত ও জীবন্ত উপদেশ দেওয়া যায়। (৮) দারুণ দুঃখে পড়িয়াও সাধুলোক ধনলোভে বা লোকের অনুরোধে আপনার বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করেন না, এইরূপ স্থলেই আত্মার যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

প্রাস্কোবিয়া।

রুসিয়া মহারাজ্যের অন্তর্গত সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে লফুলপ নামে এক ভদ্র লোক বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে রাজার নিকট কোন অপরাধ করাতে তিনি সপরিবারে সাইবিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত হন। এই দেশে লোকালয় অতি বিরল।

ইহার অধিকাংশ অরণ্যপূর্ণ এবং হিংস্র জন্তুর বাসভূমি। লফুলপ সমুদয় ধনসম্পত্তি, জন্মভূমি এবং আত্মীয় কুটুম্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার ভার্য্যা ও একটী কন্যা সঙ্গে লইয়া এই ভয়ানক স্থানের অধিবাসী হইলেন। এই কন্যার নাম প্রাস্কোবিয়া। নির্ব্বাসন কালে তিনি অতি শিশু ছিলেন। ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার বয়স পনর বৎসর হইল তিনি এক দিন পিতা মাতাকে দুঃখিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা আপনাদিগের অবস্থা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। প্রাস্কোবিয়া মাতার মুখে সমুদায় দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যার পর নাই ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া বিনয় পূর্ব্বক জননীকে বলিলেন" মাতঃ! আমি সম্রাটের নিকটে স্বয়ং গিয়া আপনাদিগের মুক্তির জন্য আবেদন করিতে চাই, অনুমতি প্রদান করুন্।" তাঁহার এই অসম-সাহসিক কথায় তাঁহার পিতা মাতা প্রথমে স্বীকার পাইলেন না. কিন্তু পরে তাঁহার একান্ত জিদ্ নিবারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। প্রাস্কোবিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাকে বহুদূরে একাকী নিঃসম্বল যাইতে হইবেক, এজন্য বিপদভঞ্জন দয়াময় পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন।

পরে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন।

পথিমধ্যে তিনি যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিতে গেলে অনেক হয়। এক সময়ের কথা বর্ণনা করা যাইতেছে, ইহা পাঠ করিলে তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। একদা অরণ্যের মধ্যে যাইতে যাইতে ঝড়ে একটী বৃহৎ বৃক্ষ উপাড়িয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তিনি ভীত হইয়া অরণ্যের নিবিড় স্থানে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি কবিবেন, কোথায় আহার পাইবেন! কাজে কাজেই সমস্ত কষ্ট বহন করিতে হইল। পরদিন প্রাতে চলিতে চলিতে একটী লোক শকট লইয়া তথায় উপস্থিত দেখিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে পৌছিয়া দিল। কিন্তু শকট হইতে নামিবার সময় প্রাস্কো পড়িয়া গিয়া কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইলেন। পরে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যান, কিন্তু লোকেরা তাঁহার সেই দুরবস্থায় ভিক্ষা দেওয় দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে অপমানিত—কেহ চোর বলিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। হায়! এ সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিলে কোন্ পাষাণ হৃদয়ও না বিদীর্ণ হইয়া যায়? একে তাঁহার দুরবস্থার অবধি নাই, তাহার উপরে নিষ্ঠুর

লোকদিগের কটুবাক্য তাঁহার পক্ষে "মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা" হইয়া কত যন্ত্রণা প্রদান করিল!

পূর্ব্বোক্ত অপমান সহ্য করিয়া তিনি এক ধর্ম্মালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। কি করেন, কোথায় যান? ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া রুদ্ধ দ্বারের নিকট বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহাতেও কি তিনি সুস্থির থাকিতে পারিলেন? দুষ্ট বালকেরা তথায় আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। অবলা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সর্ব্ব-দুঃখহারী পরমেশ্বরের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! কোথা হইতে এক দয়ালু রমণী তাঁহার নিকট আসিয়া খদ্য বস্ত্র প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। প্রাস্কোবিয়া তথায় কিয়ৎদিন থাকিয়া অপার প্রীতি লাভ করিলেন, তৎপরে পুনরায় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে এক দল কুকুর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আইসে, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় এক জন পথিক তথায় আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিল। কিছুদিন নানা দুরবস্থা সহ্য করিয়া চলিতেছেন, ইতিমধ্যে শীতকাল উপস্থিত হইল। আমাদিগের দেশ অপেক্ষা রুসিয়াতে শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব। তথাকার সকল পথ বরফাচ্ছন্ন হইল, শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। প্রাস্কোর সঙ্গে শীত কাটাইবার

উপযুক্ত বস্ত্রাদি ছিল না, সুতরাং তিনি পথিমধ্যে চলৎ-শক্তি-হীন হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে কতক গুলি ভদ্রলোক শকটারোহণে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন, তাঁহাকে মেষচর্ম্মের একটী জামা দিলেন এবং আপনাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গিয়া তিনি পথে পীড়াক্রান্ত হইলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে ও অনেক দিনের পর কতকগুলি দয়াশীল লোকের অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করিলেন। আরোগ্য হইয়া তিনি ভ্রমণে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসরেক কাল বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অবশেষে সেণ্ট পিটার্সবর্গ মহানগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় সুযোগ করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজ্ঞীর সহিত দেখা করিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন। সম্রাট প্রাস্কোর মুখে তাঁহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিতাকে নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে মুক্তি প্রদানের আজ্ঞা করিলেন এবং বালিকাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। লফুলপ প্রত্যাগমনের আদেশ পাইয়া সপরিবারে সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং কন্যাকে পাইয়া পুনরায় পরমানন্দে স্বদেশে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রাস্কোরিয়া সন্ন্যাসিনী-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাতেই জীবন অবসান করিলেন।

ধন্যা সেই নারী, যেই পিতামাতা তরে,
জীবন যৌবন সুখ-তুচ্ছি অকাতরে,
সহিয়া অশেষ ক্লেশ করে দৃঢ় পণ,
" মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"
আশা তার পূর্ণ হয় ঈশ্বর-কৃপায়,
চিরকীর্ত্তি সুখ তার খণ্ডন না যায়।

রুসিয়েশ্বরী মহারাণী কাথারিণা।

রূপের সহিত হলে গুণের মিলন,
সোণায় সোহাগা, তার নাহিক তুলন।
সুরূপ গোলাপ ফুল উজলে কানন,
সুগন্ধে হরয়ে পুনঃ জগতের মন।

কাথারিণা আলেকজোনা রুসিয়া* মহারাজ্যের অন্তঃপাতী লিবোনিয়া প্রদেশের ডার্‌পট নামক একটী ক্ষুদ্র নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা দুঃখী ছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ধন-সম্পত্তির অধিকার পান নাই, কিন্তু তাঁহাদের অটল ধর্ম্ম-

* রুসিয়া পুরাতন পৃথিবীর উত্তরাংশ। পৃথিবীতে ইহার তুল্য বৃহৎ রাজ্য আর নাই। কোন কোন প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মতে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় সময়ে এই দেশ জয় করেন এবং ইহার নাম 'উত্তর কুরুবর্ষ' দেন।

নিষ্ঠা এবং আর আর সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারিণী হইয়া প্রকৃত সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন।

অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে কাথারিণা বৃদ্ধা জননীর সহিত নগর হইতে কিছু দূরে একটী পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। এসময়ে তাঁহাদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না, কিন্তু যেমন আয় তেমনি ব্যয় করিয়া পরিমিতরূপে চলাতে মনের সন্তোষের অভাব হইল না।

মাতা অথর্ব্ব হইয়াছিলেন, তাঁহার কিছু করিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং কন্যার কায়িক পরিশ্রমের উপরেই সমুদায় নির্ভর। কাথারিণা মাতার প্রতিপালন জন্য কোন কষ্টকে কষ্টবোধ করিতেন না এবং গৃহ কার্য্য গুলি সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতেন।

তিনি যখন কাটনা কাটিতেন, বৃদ্ধা তাঁহার নিকট ঘেঁসিয়া বসিতেন এবং একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতে থাকিতেন। দিবসের কর্ম্ম শেষ হইলে শীত নিবারণার্থ দুইজনে উনানের ধারে বসিয়া অগ্নি সেবন করিতেন এবং যথাসম্ভব আহার প্রস্তুত করিয়া সুখে ভোজন করিতেন।

কাথারিণা রূপলাবণ্যে একটি বিদ্যাধরীবিশেষ ছিলেন, কিন্তু কিসে গুণবতী ও ধর্ম্ম-পরায়ণা হইবেন সেই জন্য তাঁহার একান্ত প্রয়াস ছিল। তিনি জননীর নিকটে লেখা পড়া শিখিতে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং

লূথারের * মতাবলম্বী একটি পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মের সার উপদেশ সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, সেইরূপ ধীর এবং গম্ভীর প্রকৃতিও ছিলেন। ইহাতে ত্বরায় তাঁহার জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাঁহার সুশীলতা এবং সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া সেখানকার অনেক কৃষক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু মাতার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি কাহারও প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না।

কাথারিণায় বয়স ১৫ বৎসর হইল, তাঁহার জননীও পরলোক যাত্রা করিলেন। তখন তিনি কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আপনার দীক্ষা গুরুর বাটীতে গিয়া রহিলেন। এখানে পুরোহিতের সন্তান গুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল এবং তাহাতে তিনি আর আর গুণের উপর প্রবীণতা এবং সন্তান পালনের উপযোগী কোমলভাব সকলে ভূষিতা হইলেন।

---

* পূর্ব্বে খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান কাথলিক মতেরই প্রাদুর্ভাব ছিল, ইহাতে পোপ নামে এক ব্যক্তি প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া পূজ্য। তিনি ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যক্তিকে স্বর্গ বা নরকগামী করিতে পারিতেন এবং রাজাদিগকেও সিংহাসনচ্যুত করিতেন। পৌত্তলিক ধর্ম্মের ন্যায় ইহাতে অনেক ক্রিয়াকলাপ। লূথার এই মতকে পরাস্ত করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান মত স্থাপন করেন। এ মতে পোপকে ঈশ্বর বোধে পূজা না করিয়া সকল বিষয়ে বাইবেলকেই অবলম্বন করিয়া চলে।

বৃদ্ধ যাজক তাঁহাকে আপনার কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। তিনি আপনার সন্তানগনের জন্য যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কাথারিণাকেও তাঁহাদিগের ছাত্রী করিয়া দিয়া সমুদায় সুকুমার-বিদ্যায় সুশিক্ষিতা করিলেন। দুর্ভাগ্য বালিকা এইরূপে সমূহ উন্নতি লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার আশ্রয়দাতার মৃত্যু হইল। ইহাতে তিনি ইতিপূর্ব্বে যে দুঃখের দশায় ছিলেন, পুনরায় তাহাতেই পতিত হইলেন এবং অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

লিবোনিয়া প্রদেশটি এই সময়ে একটি ঘোরতর যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। দেশের কোন একটি দুর্ঘটনা হইলে তাহাতে প্রায় দরিদ্র লোকদিগেরই অধিক ক্লেশ হয়। অতএব কাথারিণার এত গুণ থাকিলে কি হইবে? তিনি দারুণ দৈন্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে খাদ্যের অনাটন হইয়া পড়িল। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত যে কিছু অর্থ ছিল, তাহার শেষ হইল দেখিয়া অবশেষে কাথারিণা মারিয়েনবর্গ নামে একটি বিবাদশূন্য গ্রামে গমন করিবার মানস করিলেন। তাঁহার নিকট কয়েকখানি বস্ত্র ছিল, তাহাতে একটী পুঁটুলি বাঁধিলেন এবং পদব্রজে লক্ষ্য স্থানে যাত্রা করিলেন। একে পথবর্ত্তী দেশ সকল স্বভাবতঃ ক্লেশকর, তাহাতে সুইড্ এবং রুসীয় এই দুই বিপক্ষজাতি পরস্পরে যে যখন জয়ী

হইতে লাগিল লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষুধার পীড়নে কাথারিণা পথের বিপদ্ ও শ্রান্তি বিস্মৃত হইলেন।

একরাত্রি চলিতে চলিতে পথের পার্শ্বস্থ একটি কুটীরে তিনি বিশ্রাম লইতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইজন সুইড সেনা সেই স্থানে ছিল, তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত অপমানের কথা কহিতে লাগিল। একটি শান্তিরক্ষক হঠাৎ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতেই অবলা রক্ষা পাইলেন, নতুবা তাঁহার দুর্গতির আর সীমা থাকিত না।

যাহাহউক ঐ ব্যক্তির আগমনেই দুরাত্মারা নিস্তব্ধ হইল। কাথারিণার হৃদয় মন কৃতজ্ঞতা ও আশ্চর্য্য-ভাবে এককালে পূর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার এই উদ্ধার-কর্ত্তা সেই তাঁহার পূর্ব্বতন হিতৈষী পরমবন্ধু ধর্ম্মযাজকেরই তনয়।

এই ঘটনাটি কাথারিণার পক্ষে অত্যন্ত শুভকর হইল। তিনি যে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় লইয়া বিদেশভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা এখন এককালে নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার যে বস্ত্র গুলি ছিল, মধ্যে মধ্যে যাহাদিগের গৃহে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দিতে দিতে সে সকলও ফুরাইয়া গিয়াছিল। এখন কি খান কি পরেন তার কোন সংস্থান ছিল না। তাঁহার সাধু মিত্র তাঁহার

বস্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য যাহা দিতে পারিলেন দিলেন, চলিবার জন্য একটি অশ্ব প্রদান করিলেন এবং মারিয়েনবর্গের শাসনকর্ত্তা তাঁহার পিতার অতি বিশ্বস্ত মিত্র ছিলেন, অতএব কাথারিণার হস্তে একখানি পত্র দিয়া তাঁহারই নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

মারিয়েনবর্গে গিয়া কাথারিণা অতিশয় সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। সে দেশের অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে আপনার কন্যাগণের শিক্ষিকাপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি অল্প দিনের মধ্যে 'রমণীগণকে যেমন সুরীতি নীতি, সেই রূপ ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানেও পারদর্শিনী' বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য বিশেষতঃ বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহার সহিত বিবাহের প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দরিদ্র বালিকাকে তাহাতে অসম্মত দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন। কাথারিণা সেই যাজক-পুত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে এই ব্যক্তির একখানি হস্ত গিয়াছিল এবং শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অনুরাগের হ্রাস হইল না। অন্যে আর বৃথা প্রয়াস না পায় এই জন্য সেই রাজকর্ম্মচারী যখন নগরে আগমন করিলেন, তিনি তাঁহার নিকট আপনার মানস ব্যক্ত করিলেন। যুবক ইহাতে আনন্দে পুলকিত

হইলেন এবং সেই অবসরে শুভ বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

কাথারিণার সকল ভাগ্যই সমান আশ্চর্য্য। যে দিবস বিবাহ হইল, সেই দিনেই রুসিয়েরা মারিয়েনবর্গ আক্রমণ করিল। দুরদৃষ্ট সেনাপতি তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে উভয়জাতি তুল্য রোষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হিংসা ও দ্বেষে তাহারা এককালে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতে ঘটনাস্থল অতি ঘোরতর হইল। ফলতঃ এসময় উত্তরীয় জাতিদের যুদ্ধ অতি অন্যায় ও অসভ্য অবস্থায় ছিল। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে নির্দ্দোষ কৃষকগণের প্রাণ এবং কুলবালাগণের মান রক্ষা হইত না। রুষিয়েরা মারিয়েনবর্গ অধিকার করিল এবং তাহাদের ক্রোধের খর্পরে বিপক্ষ সেনাদলের সহিত দেশস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকল লোকের বলিদান হইল।

কাথারিণা একটি উনানের মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন, হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হইলে ধরা পড়িলেন! তিনি এতদিন দুঃখে কষ্টে থাকুন, স্বাধীন ছিলেন। এখন নিরুপায় হইয়া ক্রীতদাসীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই দুরবস্থার সময় তিনি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নম্রভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

বিপদ্ তাঁহার শরীরের কান্তি ম্লান করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মনের প্রফুল্লতা কিছুমাত্র বিনষ্ট করিতে পারে নাই।

কাথারিণার সদ্গুণ এবং আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা রুসিয়ার সেনাপতি মেনজিকফের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন, এবং দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সেনাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন এবং আপনার ভগিনীর সহচরী করিয়া রাখিয়া দিলেন।

কাথারিণা এখানে তাঁহার গুণের উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং সৌভগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কাথারিণা কিছু দিন এইরূপ অবস্থায় আছেন, এমত সময়ে রুসিয়ার সম্রাট্ পিটার-দি-গ্রেট * সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রভুর আদেশক্রমে কাথারিণা একটি পাত্রে কতকগুলি ফল অতি যত্নের সহিত সজ্জিত করিতেছিলেন, ভূপতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মহারাজ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মোহিত হইলেন। তিনি পরদিবস পুনর্ব্বার আসিলেন এবং সুন্দরী বালাকে আপ-

* পিটার পরম দেশহিতৈষী এবং সমুদায় রাজ-গুণে ভূষিত থাকাতে 'দি গ্রেট' অর্থাৎ মহাত্মা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া রাজনীতি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা করত রাজ্যের মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

নার নিকট ডাকিয়া অনেক গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীরের লাবণ্য অপেক্ষা মনের সৌন্দর্য্য আরও সহস্র গুণ উজ্জ্বল দেখিলেন। ভূপতি তাঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

কাথারিণার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। সম্রাট তাঁহার আদ্যোপান্ত ইতিহাস শ্রবণ করিলেন এবং তিনি নানা দুরবস্থার মধ্যে যেরূপ স্থিরভাবে ও অটল ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহাকে অসামান্য স্ত্রীরত্ন বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব সম্রাট কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তিনি সভাসদগণকে বলিলেন "ধর্ম্মই সিংহাসনারোহণের প্রকৃত সোপান"।

এক্ষণে কাথারিণা তাঁহার মৃণ্ময় কুটীর হইতে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ মহারাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। যিনি একাকিনী মলিনবেশে পদব্রজে পর্য্যটন করিতেছিলেন, এখন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহাস্য মুখ দেখিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহাকে কত দিন উপবাসী থাকিতে হইত, এখন তাঁহার সদাব্রতে অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল!!

কাথারিণা এইরূপ মহত্বলাভ করিয়াও কিছুমাত্র গর্ব্বিত হন নাই, আপনার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন এবং যে সকল গুণে সিংহাসনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, চিরজীবন তাহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। যৎকালে তাঁহার অসাধারণগুণসম্পন্ন স্বামী পুরুষজাতির শুভোন্নতি সাধনে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি স্ত্রীজাতির কল্যাণ বর্দ্ধন জন্যবিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি স্ত্রীজাতির কুৎসিত বেশভূষার পরিবর্ত্তন করিলেন; একটি স্ত্রীসমাজ স্থাপন করিলেন; নারীগণের গুণ অনুসারে মর্য্যাদার প্রথা প্রচলিত করিলেন; ঈশ্বরপ্রীতি এবং ধর্ম্মনীতির উন্নতি করিলেন; এবং অবশেষে রাজ্ঞী, সখী, স্ত্রী এবং মাতার কর্ত্তব্যসকল সাধন করিয়া অকুতোভয়ে আনন্দের সহিত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে কোন বিষয়ের জন্য ক্ষোভ করিতে হইল না, সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ ও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

আন ইয়াস´লী।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রিষ্টল নগরে আনের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা এদেশের গোয়ালিনীদিগের ন্যায় নগর মধ্যে সামান্য দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আন্‌ও শৈশবে মাতার সহিত কিয়ৎকাল ঐ

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর তিনি স্বীয় জননী ও ভ্রাতার নিকট যৎসামান্য যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, অবকাশক্রমে তাহারই অনুশীলনে অভিনিবেশ করিতেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল এবং সুযোগক্রমে 'ইয়ংস্ নাইট থট্স' নামক একখানি ইংরাজী পদ্য ও সুবিখ্যাত ইউরোপীয় গ্রন্থকার পোপ, ড্রাইডেন, মিল্‌টন এবং সেক্‌সপিয়ার সাহেব কৃত কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিলেন। এই পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সহসা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, এবং তিনি কতকগুলি পদ্য রচনা করিয়া চাঁদাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। পুস্তকখানি সাধারণকর্তৃক সমাদৃত হওয়ায় তদ্দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট অর্থলাভ হইল, এবং তিনি দুগ্ধের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া একটী পুস্তকালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এতৎগ্রন্থ প্রচারের পর তিনি নানা বিষয়ক অনেকগুলি পদ্য সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ বিষয়িণী পদ্যমালা' নামে দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রচার করিলেন। পরে, ১৭৮৭ অব্দে তিনি 'দাসত্ব ব্যবসায়ের নিষ্ঠুরতা' বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিলেন। তৎপরে ১৭৮৮-৯০-৯৫ অব্দে তিনি শোকসূচক কতিপয় পদ্য, ঐতিহাসিক নাটক এবং কাব্য প্রভৃতি কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পর পর প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি

যৎকালে উপরোক্ত গ্রন্থসকল প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার যশ ও নাম সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইয়াছিল; এবং নগরবাসিগণ তাঁহার কার্য্যের প্রতি যথোচিত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার আসন্নকাল নিকট-বর্ত্তী হইলে তিনি সন্তানদিগের সমভিব্যাহারিণী হইয়া নগর পরিত্যাগ করত এক নিভৃত স্থানে গমন পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অন্যতর পুত্র অতিশয় বুদ্ধিমান ও চিত্রবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হইয়াছিলেন। ঐ পুত্রটী মাতার জীবিতাবস্থায় কালগ্রাসে নিপতিত হয়, এবং তাহার দুই বৎসরান্তে ১৭০৬ খৃঃ অব্দের ৮ই মে দিবসে আন্ পরলোক গমন করেন।

আন্তরিক যত্ন ও ইচ্ছা থাকিলে দুরূহ ব্যাপার সকলও সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেখ আন্ সামান্য লোক হইয়া আন্তরিক যত্নবলে কেমন বিদ্যাবতী ও লোকসমাজে আদরণীয়া হইলেন! অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা বলেন যে তাঁহাদিগকে প্রায় অধিকাংশ সময় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, এজন্য তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিতে যথেষ্ট সময় প্রাপ্ত হন না। কিন্তু তাঁহারা আনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া শিক্ষা করুন সামান্য গোয়ালিনীর কন্যা হইয়াও কেমন করিয়া তিনি বিদ্যাবতী হইলেন।

যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহা-তেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

(যাদুমণি ও তাহার মাতার কথোপকথন ।)

মাতা। যাদুমণি! আজি পাঠশালা হইতে আসিতে এত দেরী হইল কেন? আর তুমি ও গাড়ী চড়িয়া কোথা হইতে আসিলে?

যাদু। মা! জমীদারের মেয়ে চপলা আমাদের সঙ্গে পড়ে, আমি তাকে পড়া শুনা বলিয়া দি তাই সে আমার সঙ্গে 'সই' পাতাইয়াছে। আজি সে আমাকে তার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, অনেক ক্ষণ ধরিয়া সব সামগ্রী পত্র দেখাইল এবং পরে বেলা হইয়াছে দেখিয়া এই গাড়ীতে করিয়া পাঠাইয়া দিল।

মাতা। সেখানে কি দেখিলে?

যাদু। মা! কত রকমের যে কত জিনিস দেখিলাম তা কি বলিব? কেমন কলের পুতুলগুলি, কত সাজ গোজ পরা! কেমন সাজান ঘর সকল, তায় কত সিন্দুক বাক্স আর কত রকম সামগ্রী নামও জানি না; কেমন পোষাক গহনা! তুমি

যদি মা তা দেখ তা হলে যে কত খুসী হও বলিতে পারি না।

মাতা। আচ্ছা, সকলের চেয়ে কোন জিনিষটা তোমার খুব ভাল লাগ্‌ল ?

যাদু। তা জানিনা। যা দেখিলাম তাই চমৎকার, সব দেখেই সমান আমোদ পেয়েছি। কিন্তু বোধ হয় এই যে গাড়ী চড়া, ইহাতে সকলের চেয়ে বেশী সুখ। মা, আমাদের ঐ রকম একখান গাড়ী কর না কেন ? আর চপলার মত খেলনা সামগ্রী ও কাপড় গয়না আমারে কেন দেও না ?

মাতা। বাছা! আমরা অত টাকা কড়ী কোথায় পাব ? চপলার বাপের মত তোমার বাপ ত বড় মানুষ নন! আর যদি, আমাদের যা কিছু আছে সব খোয়াইয়া গাড়ী করা যায়, তাহাহইলে যে খাওয়া পরা না পাইয়া সকলে মরিয়া যাইব ?

যাদু। বাবা কেন তেমন বড় মানুষ হন না ?

মাতা। চপলার বাপ বাপের জমীদারী পাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁর টাকার অভাব নাই। তোমার বাপ আপনার পরিশ্রমে যা কিছু রোজকার করেন তায় আর কি হবে ?

যাদু। অনেকে ত চাকরী করিয়া বড় মানুষ হইয়াছে। তা বাবা সেই ১০টা থেকে ৪টা অবধি খাটেন শুনিতে পাই, তবে কেন তিনি বেশী টাকা পান না ?

মা। তুমি কি জাননা যে তাঁর চেয়ে বেশী পরিশ্রম করিয়াও কত লোক আমাদের চেয়ে কষ্টে আছে?

যাদু। কই এমন কি আছে?

মা। তুমি কি জান না, আমাদের চারি দিকে কত দুঃখী লোক, আমাদের সুখের শিকির শিকিও তারা ভোগ করিতে পায় না। দেখ যারা চাষ করে, দাঁড় বায়, মজুরী করে, তাদের এত দুঃখ কেন? কখন কি তাহাদিগকে অলস দেখিতে পাও?

যাদু। না মা, তারা সেই রাত পোহালে খাটিতে আরম্ভ করে, আর সমস্ত দিন প্রায় তাদের হাত কামাই যায় না।

মা। মনে কর দেখি তাদের পরিবার সকল কেমন করিয়া বাঁচে? তুমি কি তাদের মত হইতে চাও?

যাদু। ছি! তারা ছেঁড়া নেকড়া পরে, স্লেচ্ছ থাকে!

মা। যথার্থ, তারা ভারি দুঃখী এবং আমাদের চেয়ে অনেক কষ্ট পায়।

যাদু। কেন মা?

মা। তারা ক্ষুধার সময় পেট ভরিয়া ভাত, কি ভাল সামগ্রী কিছু খাইতে পায় না। শীতের সময় এক রত্তি কাপড় না পাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। তুমি কি এ সকল সহিতে পার?

যাদু। তারা ভাল খাইতে পায় না কেন? আমি

দেখেছি তারা ক্ষুদ রাঁধিয়া খায়, তুমি এক দিন সেই রাঁধিয়াছিলে সে খাইতে যেন অমৃত।

মা। অ অবুঝ মেয়ে! আমি সে যে কত মিষ্ট দিয়া, দুধ দিয়া পায়স করিয়াছিলাম সে ভাল লাগিবে না কেন? তারা সুধু ভাতের মত সিদ্ধ করিয়াই খায়, তা বোধ হয় তুমি মুখে দিতে পার না। তাই আবার পেট ভরিয়া কোথায় পাইবে? আমি দেখিয়াছি ফরাসী দেশের একটী রাজকন্যা দুঃখী লোকদের অবস্থা যেমন জানিত তুমিও সেইরূপ জান।

যাদু। সে কি মা বল না শুনি?

মা। এক বছর ঐ দেশে ভারি মন্বন্তর হওয়াতে অনেক দরিদ্র লোকের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়। একটা বড় ঘটনা হইলে সকল ঠাঁই তার কথা লইয়া তোলাপাড়া হয়, সুতরাং ঐ কথা রাজবাটীর মেয়েদেরও কাণে উঠিল। একটী রাজকন্যা বলিলেন কি আশ্চর্য্য! এরা এত নির্ব্বোধ যে অন্ন না পাইয়া শুকাইয়া মরিয়া গেল, আমি অন্ততঃ রুটী পনির ও মিষ্টান্ন খাইয়া থাকিতাম। ইহাতে তাঁহার একটী দাসী বলিল রাজকন্যা জান না, তোমার বাপের বেশী ভাগ প্রজা চিরকাল যৎকুৎসিত পোড়া রুটী খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, এখন তাও পায় নাই বলিয়া মরিতেছে। তোমার মত তাহাদের পয়সা থাকিলে ভাবনা কি? খাবার জন্যে লোকেরা যে এত কষ্ট পায়, রাজকন্যা

এটী কখনও ভাবেন নাই। এখন দয়াতে তাঁর মন এমনি ভিজিয়া গেল, যে তিনি আপনার গার গহনা ও পোষাক বেচিয়া দুঃখিদের সাহায্য করিতে টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

যাদু। আমার বোধ হয় খাওয়া না পেয়ে আমাদের দেশে কেহ মরে না ?

মা। তুমি ছেলে মানুষ, খবর রাখ না বলিয়া এমন কথা কও। ছেয়াত্তরে মন্বন্তরের কথা প্রসিদ্ধ আছে। ১২৪০ সালেও কত লোক অন্ন বিনা যে মরিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই কয়েক বৎসর হইল পশ্চিমদেশ, কটক ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়া হাহাকার উঠিয়াছিল, এখনও আমাদের নিকটেই অনাহারে কত ঠাঁই কতলোক মরে কে তার খবর লয় ? আর যদিও না মরে তবু কষ্ট পায় এমন কত লোক আছে, তাদের প্রতি দয়া করা সকলের উচিত।

যাদু। তবেত চপলার অত জিনিস পত্র রাখা অন্যায়। তা দিয়া কত লোকের উপকার করা যায় !

মা। তা বলিতে পার না। তিনি যেমন বড় মানুষ, সেইরূপ যদি কতক টাকায় আপনার পোষাক খেলনা ও আর আর সামগ্রী করেন, আর যদি কতক টাকা লোকের উপকারের জন্য দেন তাহা হইলে তাহাতে দোষ নাই।

যাদু। কিন্তু আমার যেমন সামগ্রী পত্র তিনি কেন তাই রাখিয়া সন্তুষ্ট হন না, তাহা হইলেত আরও অন্যেকের উপকার করিতে পারেন ?

মা। তুমি তাঁকে এই যে কথাটী বলিলে, মনে কর দেখি সেই কালি আমাদের বাটীতে যে মেয়ে দুটি আসিয়াছিল, তারা কি তোমারে সেইরূপ বলিতে পারে না ?

যাদু। কে মা ? সেই আমাদের ধান ভানে যে গোয়ালিনী তার মেয়েরা ? তারা কেন বলিবে ?

মা। চপলার সামগ্রী পত্র যেমন তোমার চেয়ে অধিক, তোমার জিনিস পত্র সেই দুঃখী মেয়েদের চেয়েও কি সেই রূপ অধিক নয় ? তোমার মত কাপড় চোপড় খেলনা তারা জন্মে পায় না।

যাদু। হাঁ মা, তা আমি দেখেছি। সেদিন আমি ভাঙ্গা পুতুল গোটাদুই ফেলে দিতেছিলাম, ঐ মেয়ে দুটী তাহা পাইয়া নাচিতে নাচিতে কত আহ্লাদ করিয়া লইয়া গেল। আর সেই ছোট মেয়েটি আমার হাতে যেমন বালা, এই রকম এক যোড়া বালা পাবার জন্য তার মার আঁচল ধরিয়া কাঁদলে, তার মা তাকে ধমকাইয়া উঠিল।

মা। আহা দুঃখী লোক, কোথায় পাবে ? পেটে যদি চারটি ভাত পায়, তাই যথেষ্ট মনে করে। এখন তুমি দেখ সেই দুঃখী মেয়েদের মত যদি তোমাকে হইতে বলা যায়, তোমার মনে কত দুঃখ হয়, তবে চপলা কেন তোমার মত হইতে যাইবে ? যার যেমন অবস্থা সে তেমনি চালে চলিবে। অবস্থার চেয়ে বেশি চালে চলিতে গেলে দোষ এবং তাহা হইয়াও উঠে না।

যাদু। আচ্ছা মা, আমাদের কি রকম অবস্থা?

মা। তোমার বাপ যা রোজকার করেন তাতে সংসারটী এক রকম করিয়া চলিতে পারে, তার জন্য বড় কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু বোধ কর তুমি যদি ভাল খেলনা চাও, গাড়ী চড়িতে চাও, তা দিতে গেলে খাওয়া পরার কষ্ট হয়। যদি আর কিছু বেশী টাকা হয়, তাহা হইলে তোমাদের ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখান যায়, ঘর সংসারের ভালরূপ বন্দেজ করা যায় এ সকল আগে দরকারী। আর এখন হইতে তোমাকে যদি বড়মানুষী শেখান যায়, তাতে তোমার ভাল না হইয়া মন্দই হইবে।

যদু। মন্দ হইবে কেন?

মা। মা, এখন যদি তুমি চপলার মত পোষাক পরিতে শেখ, এর পরে মন্দ কাপড় পরিতে তোমার কি কষ্ট বোধ হবে না? এইরূপ এখন যদি তোমার জন্য গাড়ী পাল্কী করিয়া দেওয়া যায় এর পরে তা কি ত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি এমন কি ভাগ্যবন্তের ঘরে পড়িবে যে তোমাকে কোন দুঃখ কষ্ট পাইতে হইবে না? আর যদি পড়, তাতেই বা বেশী সুখ কি পাইবে? অভ্যাসে আবার সব পুরাতন হয়, ক্রমে আরো বেশি সুখ না হইলে আর মন সন্তুষ্ট হইবে না। একি তোমার বোধ হয় না যে তুমি একদিন গাড়ী চড়িয়া যেমন সুখ পাইলে, চপলা তেমন পায় না?

যাদু। কৈ সে তো মনে করিলেই গাড়ী চড়িতে

পারে, কিন্তু সে সর্ব্বদা চড়িতে ভাল বাসে না। গাড়ী চড়িলেও তার বেশী একটা আহ্লাদ কিছু দেখা যায় না।

মা। এমনি বুঝিবে, বড় মানুষেরা ভাল খায় পরে বলিয়া যে মনে একটা বেশী সুখ পায় তা নয়। কিন্তু বোধ কর একটু কষ্ট হইলে কার অধিক লাগে? যদি চপলাকে আর তোমাকে হাঁটিয়া চলিতে বলা যায়; তিনি দুপা চলিয়া বসিয়া পড়িবেন, তুমি স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া আসিবে। অতএব দেখ সুখ অভ্যাস করিলে একটু দুঃখে কত কাতর হইতে হয়। আমাদের মত লোকের আরও কষ্ট অভ্যাস করা ভাল, কেন না যদি অবস্থা কিছু মন্দ হয় তাতেও কাতর হইতে হইবে না। যারা আপনাদের অবস্থা না বুঝিয়া ভাল খাব, ভাল পরব, জাঁক জমক দেখাইব এইরূপ নানা সুখ চায়, তাদের চেয়ে নির্ব্বোধ আর নাই। এরূপ মেয়েমানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যাদু। মা তুমি যে কথা গুলি বলিলে ঠিক্ কথা। আর আমি বড়মানুষী করিতে চাহিব না।

মা। বাছা এখন এগুলি যাতে মনে থাকে এমন করিবে। বড় মানুষদের দেখিয়া সেরূপ হইতে চাহিও না, অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। বরং দুঃখী লোকদের অবস্থা দেখিয়া আপনার সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। আর যখন যে অবস্থায় পড়, সেই মত হইয়া চলিবে; মন সন্তুষ্ট থাকিলে সকল অবস্থাতেই সুখ পাওয়া যায়।

স্ত্রীজাতীর সংকীর্ত্তি।

আশ্চর্য্য পিতৃ-মাতৃ ভক্তি।

১। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে নিউ ইয়র্ক প্রদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়াতে দুইটী বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষের প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের অল্পবয়স্কা একটীমাত্র কন্যা ছিল। ঐ বালিকা কিছুকাল কঠিন পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমে তাহা অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন আহার অভাবে বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রাণ বিয়োগ দর্শন করিতে হইল, এই ভাবনায় তিনি একান্ত কাতর ও অস্থির হইলেন। কি উপায় অবলম্বন করিবেন এইরূপ ভাবিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ শুনিতে পাইলেন একজন দন্তচিকিৎসক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে ব্যক্তি তাঁহাকে সম্মুখের সুন্দর দন্ত দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে এক একটী দন্তের মূল্য ৩ গিনি* করিয়া দিবেন এবং দন্ত নিজে উত্তোলন করিয়া লইবেন। ভক্তিমতী বালিকা এই সংবাদ পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং আপনার সম্মুখের দন্তগুলি বিক্রয় করিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসক তাঁহাকে অল্প-

* এক গিনির মূল্য ১০॥ টাকা।

বয়স্কা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি এত ক্ষতি স্বীকার করিতে অগ্রসর হইয়াছ? তাহাতে বালিকা আপনার দুরবস্থা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।

২। পিতামাতার প্রতি বালিকার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া চিকিৎসকের নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি তাঁহাকে শোভাহীন করিয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে ১০টি গিনি প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। বালিকা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া পিতা মাতার সেবার্থে দ্রুতগমন করিলেন।

রোমের ইতিহাস পাঠ করিলে পিতামাতাব প্রতি ভক্তির অনেক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময়ে রোমীয় বিচারপতিরা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার শরীর হইতে চর্ম্ম তুলিয়া তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহার সৌন্দর্য্য এবং বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং রক্তপাত না করিয়া অনাহারে বধ করিবার মানস করিলেন। ঐ মহিলার একটী কন্যা ছিল। সে মাতাকে এক-একবার দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে কারাধ্যক্ষ তাহাতে সম্মতি দিলেন, কিন্তু সে কোন আহার সামগ্রী না আনে, তজ্জন্য সতর্ক রহিলেন। কন্যা এইরূপে অনেক দিন যাতায়াত করিতে লাগিল। এতদিন আহার না পাইয়াও কারারুদ্ধা স্ত্রীলোক কি প্রকারে জীবিত আছে,

ইহার নিগূঢ় কারণ জানিবার জন্য কারাধ্যক্ষের বড় কৌতূহল হইল। কন্যার প্রতিই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন তাহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর একদিন যখন কন্যা ও মাতা একত্র রহিয়াছে, তিনি গুপ্ত ভাবে তাহাদের আচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন কন্যা মাতাকে স্বীয় স্তনপান করাইতেছে, ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না। তখন বুঝিতে পারিলেন যে কন্যা এই প্রকারে প্রতিদিন মাতাকে আহার দিয়া যায়। যাহাহউক বালিকার আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশল ও মাতৃভক্তির বিষয় তিনি তৎক্ষণাৎ রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের গোচর করিলেন। শাসনকর্ত্তারা প্রধান বিচারকর্ত্তাকে অবগত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া রোমের সাধারণ সভায় তদ্বিষয় বর্ণন করিলেন। কারারুদ্ধা রমণী তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেইদিন হইতে মাতা ও দুহিতা রাজকোষ হইতে প্রতিপালিত হইবেন, আজ্ঞা প্রচারিত হইল। রোমানেরা সেই কারাস্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া 'মাতৃভক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ' বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল।

৩। জান্টিপী নাম্নি আর একটী রোমীয় মহিলা তাঁহার কারারুদ্ধ বৃদ্ধ পিতা সাইমোনসকে ঐ প্রকার উপায়ে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটী 'রোমীয় দাতব্য' বলিয়া বিখ্যাত। বারম্বার এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া রোমানেরা

স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে পিতামাতার প্রতি ভক্তি করা স্বভাবের প্রথম নিয়ম।

৪। ফ্রান্সদেশের ডেলিগ্লেস্ নাম্নী আর একটী রমণী অ-সাধারণ পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার পিতা কারারুদ্ধ হইলে তিনি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সঙ্গছাড়া হন নাই। তাঁহার পিতাকে লিয়ন্স নগর হইতে কন্সিয়ারজারীর কারাগারে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইলে তিনি সেই সমভি-ব্যাহারে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সে অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেন না। যাহাহউক পিতৃভক্তির বল কি কোন বাধায় নিবারিত হইতে পারে? তিনি স্ত্রীজাতি-সুলভ ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পিতার শকটের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শকটের পার্শ্ব কখনই পরিত্যাগ করেন নাই, কেবল যখন মধ্যাহ্নে পিতার আহারের অথবা সন্ধ্যাকালে শীত বস্ত্রের প্রয়োজন হইত, তখন অগ্রসর হইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

এত কষ্টের পর কারাগারের সমীপস্থ হইলে অবলা পিতার নিকটে থাকিতে অনুমতি পাইলেন না। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হইবার নয়। তিনি তিন মাস ধরিয়া প্রধান লোকদিগের সাধ্য সাধনা করিয়া পিতার কারামুক্তির অনুমতি পাইলেন। কিন্তু দুখের বিষয় পিতাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। দুরূহ

কষ্ট ও পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ক্ষীণ ও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি পিতার ক্রোড়েই প্রাণত্যাগ করিলেন এবং মৃত্যুকালেও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রোমীয় জননী।

প্রাচীন কালে ইউরোপখণ্ডের মধ্যে রোমনগর যেরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার সহিত আর কাহারও তুলনা হইতে পারে না। এই মহানগরে অনেক তেজস্বী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে গ্রাকাই নামে দুই ভ্রাতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের মাতা কর্ণিলিয়া আফ্রিকা-জিত্ সিপিওর দুহিতা ছিলেন। সন্তান-দ্বয় যে এতদূর মহত্ত্ব লাভ করেন, এই অসাধারণ গুণ-সম্পন্না মহিলার যত্ন ও চেষ্টাই তাহার মূল কারণ। তিনি স্বয়ং বাগ্মী অর্থাৎ সদ্বক্তা ছিলেন এবং পুত্রদ্বয়কেও বাগ্মিতা গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত অনেক গুলি পত্র সাধারণতন্ত্রের * হস্তে ছিল, তাহাতে তাঁহার ও বিদ্যা বুদ্ধির সমধিক পরিচয় পাওয়া

---

* রোমকে সাধারণ তন্ত্র বলিত, কারণ এক সময়ে ইহার কেহ রাজা ছিল না, রাজ্যে সর্ব্বসাধারণ লোকেরই অধিকার ছিল এবং সেনেট নামক এক সভা দ্বারা ইহার সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

যায়। রোমের সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী শিশিরো বলিয়াছিলেন "গ্রাকাইদিগের মাতা কর্ণিলিয়ার লিপিগুলি আমরা পাঠ করিয়াছি, ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া যত না উপকার পাইয়াছে, তাহাঁর কথোপ-কথনে তদপেক্ষা অধিকতর লাভ করিয়াছে।"

কর্ণিলিয়া রোমের সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং রাজ্যমধ্যে তাঁহার পরিবারের ন্যায় ধনসম্পন্ন পরিবারও আর ছিল না। কিন্তু এইরূপ কুল কিম্বা ধনের গৌরবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হয় নাই, তিনি আপনার সুমহৎ চরিত্রের যে আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পুরবাসিনী ও সন্তান-গণকে প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অসীম কীর্ত্তির মূল কারণ। কর্ণিলিয়ার বিষয়ে যে আখ্যানটি বর্ণিত আছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা সকল রমণীরই কর্ত্তব্য।

কোন সময়ে কাম্পেনিয়া দেশের একটী মহিলা কর্ণিলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন এবং আড়ম্বরী করিয়া তৎকালের প্রচলিত ও মহামূল্য পরিচ্ছদ সকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, হীরক, নানা বিধ বস্ত্র ও আভরণ (প্রাচীনদের কথায়) স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্বই দেখাইলেন। অতঃপর তিনি কর্ণিলিয়ার ন্যায় ধনাঢ্য মহিলার গৃহে এ সকল অপেক্ষা মহামূল্য বস্তু দেখিবার আশয়ে তাঁহার পরিচ্ছদাগার দর্শনে উৎসুক হইলেন।

কর্ণিলিয়া কৌশল করিয়া নানা কথায় কাল বিলম্ব করিলেন। পরে যখন তাঁহার পুত্রদ্বয় বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল, তিনি তাহাদিগের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন "ভগিনি! ঐ দেখ আমার মণিরত্ন।" এই দুই স্ত্রীলোককে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে কেমন দুই বিভিন্ন জীব বলিয়া বোধ হয়। একজনার সাধু সরলতা অন্যের বৃথা আড়ম্বরী অপেক্ষা কতগুণে শ্রেষ্ঠ! বস্তুতঃ প্রচুর পরিমাণে মণি মুক্তা ক্রয় করিয়া যে গর্ব্বিত হয় এবং ইহা ছাড়া কোন মহৎ বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে না পারে তাহার গুণ কি? ক্ষমতাই বা কি? সে অতি দুর্ভাগ্য। সমধিক গুণবতী রমণীগণ যখন এই সকল তুচ্ছবস্তুতে অহঙ্কার না করিয়া সন্তানদিগের সুশিক্ষায় আপনাদিগকে ধন্য ও গৌরান্বিত বোধ করেন, তখন তাঁহাদিগকে কেমন সুন্দর ও মহৎ বলিয়া বোধ হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে তাঁহারা কোন ব্যয় স্বীকারে কাতর হয়েন না। আত্মার মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যে পুরুষদিগের যেমন, স্ত্রীগণেরও যে সেইরূপ অধিকার আছে, ইহা তাঁহারাই দেখাইয়া থাকেন!!

গ্রাকাইদিগের পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাদের জননী সুনিপুণ গ্রীক ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্য ও বাগ্মিতায় সুশিক্ষিত করিলেন। পশ্চাৎ এই সন্তানদ্বয় রোমের সাধারণ লোকের হিতসাধন জন্য যে প্রাণদান

করিয়াছিলেন, তাহাদের জননীর উৎসাহকর বাক্য সকলই তাহার উত্তেজক। তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বদাই এই বলিয়া লজ্জা দিতেন যে, "আজও রোমানেরা আমাকে গ্রাকাইদিগের মাতা না বলিয়া সিপিওর কন্যা বলিয়া সম্বোধন করে!"

কালক্রমে রোমীয় লোকে গ্রাকাইদিগের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিল এবং যেখানে তাহারা নিহত হইয়াছিল, তদুপরি বেদী নির্ম্মাণ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত দেবজ্ঞানে তাহাদের পূজা করিতে লাগিল। কর্ণিলিয়া এই সকল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দেখিয়া আপনার মনকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি দূরবর্ত্তী একটী বিজন স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার পিতা, মাতা ও সন্তানদিগের অদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করিতেন। মিসিনিয়া উপদ্বীপে তাঁহার বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে যখন নানা দেশের রাজদূত ও গ্রীক্ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী আসিয়া একত্র হইতেন, তখন তিনি সেই কৌতুহলাক্রান্ত দর্শকগণ সমক্ষে আপনার পুত্রদিগের জীবন ও মৃত্যুর উপাখ্যান বর্ণন করিতেন। একটীবারও অশ্রুপাত করিতেন না। এমত স্থির ও শান্তচিত্তে বলিতেন, যেন প্রাচীন বীরদিগের উপাখ্যান বর্ণন করিতেছেন। তিনি তাঁহার পিতা আফ্রিকানিতের বৃত্তান্ত এই বলিয়া সমাপন করিতেন, "আমার সন্তানদ্বয় এই মহাপুরুষেরই দৌহিত্র ছিল।

তাহারা দেবতাদিগের মন্দির ও উপবনে দেহত্যাগ করিয়াছে। তাহারা জনসাধারণের কল্যাণরূপ মহত্তম ব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, অতএব তাহারা ঐ সকল পবিত্র স্থানে চরমগতি লাভ করিবার উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই।"

সন্তানগণকে যে কিরূপে লালন পালন করিতে হয়, তাহা এদেশের জননীগণ মূলেই অবগত নহেন বলিলে হয়। ইহাঁরা মনে করেন যে সন্তানকে কেবল কোলে পিঠে করিয়া লইয়া বেড়াইলেই, যথেষ্ট পরিমাণে আহার দিলেই, অথবা যেরূপে হউক আদরে রাখিলেই স্নেহ প্রকাশ হইল। কিন্তু এই রূপেই অনেক সন্তানের পরকাল নষ্ট হইয়াছে। সন্তানগণ অসৎ হউক প্রাণে বাঁচিয়া থাকুক ইহা তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, সন্তান মরিলেই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন। জানেন না যে 'কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি,' যে সন্তান মরিয়াও কীর্ত্তি রাখিয়া গেল, বাস্তবিক সে জীবিত। আর যে বাঁচিয়াও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না, প্রত্যুত অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে রহিল, বাস্তবিক সে মৃতেরই তুল্য। গ্রাকাইদিগের জননী কর্ণিলিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই সার্থক সন্তানগণকে পালন করিয়াছিলেন।

মাতৃ-স্নেহ।

"আহা কি আশ্চর্য্য মায়া মায়ের অন্তরে
জীবের মঙ্গল হেতু সদা বাস করে।"

১৭৮২ খৃষ্টীয়াব্দে অর্থাৎ ১১৮৩ সালে ইয়োরোপের অন্তঃপাতী সিসিলি নামক দ্বীপে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গৃহ অট্টালিকা উদ্যান প্রভৃতি উৎপাটিত হয; তৎকালে সিসিলির অন্তবর্ত্তী মেসিনা নামক নগরে মারসনয়েস্ নামে একটী স্ত্রীলোক বসতি করিতেন। ঐ ভূমিকম্পের ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিয়া মারসনয়েস এককালে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী স্ত্রীর এই দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া নগরস্থ দুর্গ মধ্যে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন, এবং নৌকাযোগে ভার্য্যাকে লইয়া তথা হইতে স্থানান্তর প্রস্থান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে রাখিয়া যান আহরণার্থে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মারসনয়েস্ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শিশু কুমারটীকে নিকটে না দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্তানকে আনিবার নিমিত্ত পূর্ব্বভবন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যে গৃহমধ্যে তাঁহার কুমারটী শয়ন করিয়াছিল তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং দোলার উপর হইতে সন্তানকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ও ব্যস্ততা সহকারে যেমন নামিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছেন

এমন সময় অকস্মাৎ সেই বাড়ীর সোপান শ্রেণী ভাঙ্গিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে বিস্মিত ও চিন্তাকুলিত হইয়া তিনি একবার এঘর একবার ওঘর করিয়া কিয়ৎক্ষণ পাগলিনীর ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ বাটীর সমস্ত গৃহ গুলি পতিত হইতে লাগিল। কেবল বাটীর বহির্ভাগে একটী মাত্র গৃহ অবশিষ্ট রহিল। ঐ পুত্রপ্রাণা মাতা শিশুটীকে ক্রোড় মধ্যে রক্ষিত করিয়া সেই গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন, এবং কি জানি এই গৃহটীও হয়ত এখনি পতিত হইবে এই আশঙ্কায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে নিকটবর্ত্তী পান্থদিগের নিকট সাহায্য চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কেহই তাঁহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিল না। অনন্তর সেই গৃহ পতিত হইয়া পুত্রসহ মাতাকে প্রোথিত করিয়া ফেলিল!!

আশ্চর্য্য দাম্পত্য প্রণয়।

ইংরাজী পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, রাথিন-হারপিনা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার স্বামী ক্লিষ্টফস্ থিয়ন সংন্যাস* রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁহার হস্ত পদ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ অসাড় হইয়াছিল। রাথিনহারপিনা

* মৃগীরোগের মত এক প্রকার রোগ, তাহাতে চৈতন্য রহিত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়।

এমনি পতিব্রতা ছিলেন যে স্বামীর পীড়া আরোগ্য হইবে বলিয়া তাঁহাকে আপন পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে একাদিক্রমে প্রায় ছয় শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী জলাশয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীর জন্য পতিপরায়ণা স্ত্রীরা কি কষ্ট না সহ্য করিতে পারেন !

২। যখন সাদার্‌লাণ্ডের আরেল্‌ সাংঘাতিক জ্বররোগে আক্রান্ত হন, তখন তাঁহার সতী স্ত্রী ক্রমাগত বিংশতি দিবস তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন ; এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানান্তর বা নিদ্রিত হন নাই। স্বামীর মৃত্যুভয় তাঁহার পক্ষে এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা এককালে কিছুই ছিল না। এই প্রকার শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা স্বামীর পীড়ার অবস্থাতেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্বামীও অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন।

৩। ইংলণ্ডাধিপতি বিজয়ী উইলিয়মের পুত্র মহানুভব রবার্ট একদা বিষাক্ত তীর দ্বারা আহত হওয়াতে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই উপায় নির্দ্ধারণ করেন, যদি কেহ তাঁহার ক্ষত স্থান হইতে বিষ চুষিয়া লন, তবেই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যিনি চুষিয়া লইবেন তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। রবার্ট নিজ জীবনরক্ষার জন্য অন্যের জীবন নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায়

জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার নিদ্রার সময় তাঁহার পতিপ্রাণা ভার্য্যা সিবিলা স্বামীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য মুখ দ্বারা বিষ শোষণ পূর্ব্বক আপনার জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

এদেশে অসাধারণ পতিভক্তির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপাখ্যানে বর্ণিত আছে, অযোধ্যাপতি দশরথ একবার অসুরদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে বাণবিদ্ধ হইলে এবং আর একবার ভয়ানক বিস্ফোটকে আক্রান্ত হইলে তাঁহার প্রিয়মহিষী কৈকেয়ী বিষ চুষিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সহমরণের প্রথা ছিল, তাহাও দাম্পত্য প্রণয়ের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত স্থল। যদিও সহমরণ অতি অসভ্য ও নিষ্ঠুর প্রথা, তথাপি তাহাতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীগণের কেমন প্রবল অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপচিকীর্ষা।

কাঞ্চন ভূষণ মণি শোভে না তথায়,
পর দুঃখে অশ্রুজল বহিছে যথায়।

ইউরোপের অন্তর্গত অষ্ট্রিয়া দেশে হঙ্গেরী নামে একটী প্রদেশ আছে। তত্রত্য রাজ্যাধিপতির এলিজাবেথ নাম্নী একটী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী পিতার বিপুল বিষয়বিভব সত্ত্বেও বিনীত ও দরিদ্রভাবে অবস্থিতি

করিতেন। তিনি সহচরীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতিই করুন, বা স্থানান্তরে গমন করুন, সকল সময়ে অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এবং বলিতেন করুণাময় পবমেশ্বরপ্রসাদে আমাদিগের ধন ঐশ্বর্য্য যত কেন বৃদ্ধি হউক না, আমি কখনও দরিদ্র বেশ পরিত্যাগ করিব না। যখন তিনি পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য উপাসনালয়ে গমন করিতেন, তখন দুঃখী স্ত্রীলোকদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগের সহিত উপবেশন করিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থিতি করিয়া দীন দুঃখী লোকদিগের দুঃখ মোচনার্থে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করেন এবং স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিয়া দুঃখী ও পীড়িত লোকদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার হস্তে যখনি অর্থ আসিত, সেই স্থানের নিরাশ্রয় ও অনাথদিগকে সমুদায় দান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সময়ে সময়ে পত্র লিখিয়া বাটী আসিতে আহ্বান করিতেন, কিন্তু সেই পরদুঃখ-কাতরা এলিজাবেথ পিতাকে এই বলিয়া পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন “পিতঃ! রাজকুমারী হইয়া পিত্রৈশ্বর্য্য ভোগকরা অপেক্ষা দীনদরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থে কষ্ট সহ্য করা আমার পক্ষে অধিক সুখকর।”

মৃত্যুকালে স্ত্রীশৌর্য্যের দৃষ্টান্ত।

ইংলণ্ডের নরপতি ষষ্ঠ এডোয়ার্ড নর্দম্বর্লাণ্ডের ডিউকের মন্ত্রণায় তদীয় পুত্রবধূ জেন গ্রেকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব অর্পণ করেন। এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর তদীয় বৈমাত্রেয়া ভগ্নী মেরি রাজ্যেশ্বরী হইয়া, জেন গ্রে রাজদত্ত ঐ অধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বামিসহ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। জেন গ্রের বয়ঃক্রম তৎকালে অষ্টাদশ বৎসর। তিনি রূপ, গুণ, যৌবন তিন বিষয়েই সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন, তাহাতে আবার কিয়ন্মাস পূর্ব্বে এক মনোমত পাত্রের পাণিগ্রহণ করিয়া পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হন। এই অবস্থায় প্রাণসংহারের আদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি কিছুমাত্র অধীরতা প্রকাশ করেন নাই! ফলতঃ ইতিহাসবেত্তারা বলেন তিনি সেই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা সুস্থিরচিত্তে শ্রবণ করিলেন এবং অবিলম্বে তদনুসারে প্রস্তুত হইলেন।

যে দিবস তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের কাল অবধারিত হয়, সেই দিবস তাঁহার স্বামী, পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। জেন গ্রে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "এই আসন্ন মৃত্যু সময়ে আমাদিগের উভয়ের অন্তঃকরণে যে প্রকার ধৈর্য্য, সাহস এবং দৃঢ়তা রক্ষা করা

আবশ্যক, পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে ভাবী বিচ্ছেদাশঙ্কাজনিত শোক দ্বারা সেই সকল গুণের কিছু শৈথিল্য হইবার সম্ভাবনা। অতএব আপনি আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন না। আমাদিগের এখানে যে বিচ্ছেদ সে চির-বিচ্ছেদ নহে। পরক্ষণেই আমরা এমন এক অপূর্ব্ব লোকে গিয়া উভয়ে একত্রিত হইব, যেখানে দুঃখ, শোক, তাপ, মৃত্যু আমাদিগের শান্তির আর বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবেক না, যেখানে আমাদিগের উভয়ের সম্বন্ধ চির দিনের মত নিবদ্ধ হইবেক।"

রাজ্ঞী, জেন গ্রে ও তাঁহার স্বামীর একত্র প্রাণনাশের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। মন্ত্রীগণ দেখিলেন তাহাতে উভয়ের রূপ, যৌবন এবং নির্দ্দোষিতা দর্শনে লোকের অন্তঃকরণ অতিশয় কাতর হইবেক। অতএব উভয়ের শিরশ্ছেদের নিমিত্ত তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

স্বামী যখন মৃত্যুস্থলে গমন করিতে লাগিলেন, জেন গ্রে দুর্গের গবাক্ষ হইতে তাহা দেখিয়া তাঁহার স্মরণার্থে একটী চিহ্ন প্রকাশ করিলেন এবং স্থির ও দৃঢ়চিত্তে আপন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তিনি বধ্যভূমিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে একস্থানে হঠাৎ দেখিলেন স্বামীর মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে। সেই স্থানে যানবাহকদিগকে থামাইয়া কিয়ৎক্ষণ সেই অবয়ব স্থির নয়নে অবলোকন করিলেন এবং এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহকদিগকে গমন

করিতে কহিলেন। এই অপ্রিয় দর্শন অবলোকন করিয়া তিনি মনের কোন অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ স্বামীর আচরণ, সাহস ও ধৈর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া আপনার আসন্ন মৃত্যু সহ্য করিবার জন্য সহিষ্ণুতা ও আন্তরিক দৃঢ়তা লাভ করিলেন। যখন মৃত্যুগ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন, তখনও তাঁহার মনের সুস্থিরতা বিচলিত হইল না। তিনি রোরুদ্যমান দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আমি কোন অন্যায় আচরণ দ্বারা রাজসিংহাসন গ্রহণের প্রয়াস করি নাই। আমার দোষ এই যে, আমাকে রাজসিংহাসনের অধিকার প্রদান করায় আমি তাহা গ্রহণে সম্যক্‌রূপে অসম্মতি প্রকাশ করি নাই। আমি আশা করি যে, আমার মৃত্যুতে রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবেক।" অতঃপর তিনি বিনম্রহৃদয়ে যথাস্থানে আপন মস্তক সংস্থাপন করিলেন। নিষ্ঠুর ঘাতক তাঁহার নির্দ্দোষ শোণিতপাত দ্বারা বসুন্ধরাকে কলঙ্কিত করিল। তিনি স্বর্গলোকে অপসৃত হইলেন। আর শত্রুগণের তাড়না এবং ঐহিক যন্ত্রণা রহিল না।

কথিত আছে, তাঁহার ন্যায় সরলচিত্ত, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ এবং রূপবতী ও বিদ্যাবতী রমণী অতি দুর্ল্লভ। একজন ইতিহাসবেত্তা বলেন, শৈশবের সারল্য, যৌবনের সৌন্দর্য্য, প্রৌঢ়কালের বিজ্ঞতা এবং বৃদ্ধাবস্থার গাম্ভীর্য্য, এই গুণ চতুষ্টয় তাঁহাতে একাধারে সম্মিলিত হইয়াছিল।

জেন গ্রে যখন দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন, তৎকালে আল-পিন বা তাদৃশ অন্য কোন বস্তু দ্বারা কারাগৃহের প্রাচীরে লাটিন ভাষায় কয়েক পংক্তি লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

" হে মানব ! কভু নাহি ভেব যে তোমার
সুখ নহে মানবীয় দুঃখের অধীন ।
আজি যে বিপদ মম মস্তক উপর,
কে জানে, সে দুঃখ কালি ঘটিবে তোমার !"
" যদি লাভ হয় মম প্রভু সহবাস,
কে পারে করিতে বল অহিত সাধন ?
নিষ্ফল যতন, যদি তাঁহারে না পাই ।"
" সুস্থির অন্তরে যাপি এ দুঃখের দিন
করি আশা সে দিনের, যার আগমনে
সুপ্রভাত হবে নিশা চিরদিন তরে !"

প্রাণিবিদ্যা।

পক্ষীদিগের গৃহকার্য্য প্রণালী।

ইতর জন্তুদের মধ্যে পক্ষী জাতিকে অত্যন্ত সুখী বোধ হয়। ইহাদের শরীরের গঠনটি কেমন সুন্দর এবং তাহা আবার কত প্রকার বর্ণে চিত্রিত! ইহাদের স্বর কেমন মধুর! ইহারা সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং পাখা দিয়া কেমন যেখানে ইচ্ছা সেই খানে উড়িয়া বেড়ায়! ইহারা বড় বড় জন্তুকে পদতলে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে বৃক্ষের অগ্রভাগে বসিয়া ফল ভোজন করিতেছে, পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া নৃত্য করিতেছে, মেঘ সকল ফুঁড়িয়া নিরাপদে আকাশ-পথে বিহার করিতেছে!

মনুষ্যজাতির মত পক্ষীরাও এক প্রকার সংসারী। ইহারাও দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে একত্র থাকে ও উড়িয়া বেড়ায়। আবার স্ত্রী ও পুরুষে প্রণয়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর কেমন একটী আশ্চর্য্য সংস্কার * দিয়াছেন, পক্ষিণী গর্ভবতী হইলেই বাসা নির্ম্মাণের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। তখন স্ত্রীপুরুষে মুখে করিয়া কুটা বহিতে আরম্ভ করে এবং যেমন

---

* পশু ও পক্ষীদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান, যাহা দ্বারা তাহারা আপনা আপনি বুঝিতে পারে, বুদ্ধিচালনা করিয়া বুঝিতে হয় না।

ডিম্বগুলি হইবে সেইঅনুসারে বাসাটি ঠিক্ করিয়া তৈয়ার করে।

বড় বড় পক্ষী অপেক্ষা ছোট ছোট বিহঙ্গদের বাসা নির্ম্মাণ বিষয়ে অধিক কারিকরি দেখা যায়। বাবুই প্রভৃতির গৃহগুলি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হন? পাখীদের মধ্যে যাহার শরীর যত ক্ষুদ্র, সে সেই পরিমাণে উষ্ণ দ্রব্য দিয়া কুলায় প্রস্তুত করে। বড় পক্ষীদের অপেক্ষা ছোট পক্ষীদের ডিম্বও ছোট হয় সুতরাং তাহাতে অধিক শীত লাগিয়া অনিষ্ট করিতে পারে, এই জন্য গরম করিয়া রাখা আবশ্যক। বড় পক্ষীদের সেরূপ প্রয়োজন হয় না।

পক্ষীদের নীড়ের ভিতরদিক্ কোমল পদার্থে অতি পরিষ্কাররূপে আবৃত থাকে এবং উষ্ণও থাকে অথচ সুখজনক হয় এমত কৌশলে তাহা নির্ম্মিত হয়।

কখন কখন ইহাদের কার্য্যে বাধা পড়ে এবং তাহাতে বাসাটি মনের মত তৈয়ার হইয়া উঠে না। নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে তাহা লুক্কায়িত রাখিবার জন্য পক্ষী ও পক্ষিণী অত্যন্ত যত্ন ও কৌশল প্রকাশ করে।

ইহারা বাসাটি প্রায় ঝোপ ঝাপের মধ্যে প্রস্তুত করে এবং চারিদিকে ডালপাতা গুছাইয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে। যদি শেওলার মধ্যে তৈয়ার করে, তাহা হইলে ভিতরে যে গৃহ আছে, বাহির হইতে তাহার চিহ্নও পাওয়া

যায় না। বাসার নিকটে যদি কাহাকে দেখিতে পায়, তাহাহইলে বাসার ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার এবং বাহির হইতে ভিতরে আসিবার সময় অত্যন্ত সাবধান হয়। কেহ না থাকিলেও এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চাহিয়া যাওয়া আসা করে। যেখানে খাদ্যের অভাব না হয়, এমত স্থানে আবার বাসাটি তৈয়ার করে।

ডিম্বগুলি প্রসব হইলে পক্ষিণীকেই সে সকলের উপর তা দিয়া ফুটাইতে হয়। স্ত্রীদিগের এই কষ্ট নিবারণ জন্য করুণাময় পরমেশ্বর ইহাদের পুরুষদিগেকে গানশক্তিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এক কালে তিনটি কার্য্য সাধিত হয়। ১ম—পক্ষিণী যখন ডিম্ব সকলের উপর তা দিতে থাকে, ইহা শুনিয়া আমোদিত থাকে। ২য়—ইহা দ্বারা পক্ষীরা পক্ষিণীদিগের মনোরঞ্জন করিয়া বশ করিয়া রাখে। ৩য়—ইহা দ্বারা পক্ষিণী বিপদ আপদের শঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত থাকে!

ডিম ফুটাইবার সময় পক্ষিণী যখন বাসার মধ্যে বদ্ধ থাকে, পক্ষী নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষের উপর উপবেশন করে এবং গান ও প্রহরীর কার্য্য করিতে থাকে। পক্ষী যতক্ষণ সুমধুরস্বরে গান করিতে থাকে, পক্ষিণী ততক্ষণ কোন শত্রুর আশঙ্কা করে না। কিন্তু একটু শঙ্কা হইলেই পক্ষীর উচ্চ এবং আনন্দকর স্বর হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পক্ষিণী আপনার এবং শাবকগুলির রক্ষার জন্য সতর্ক হয়।

শাবক পালনের ভারও মাতার উপরে পড়ে। এবিষয়ে ছোট এবং বড় পক্ষীদের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা দেখা যায়। ছোট পক্ষীদেরই যত্ন অধিক। ইহাদের মধ্যে পক্ষিণী আহার অন্বেষণে যায় এবং পক্ষী বাসা রক্ষা করে। বড় পক্ষীরা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকে, তথাপি তাহাদের শাবক-দের কিছু ক্ষতি হয় না।

গায়ক পক্ষীদের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ভাব দেখা যায়। শিশুকালে ইহারা কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে, কিন্তু বড় হইলে কেবল শস্য আহার করে।

ডিম্ব হইতে বাহির হইলে ছোট পক্ষীদের কিছুকাল আহার আবশ্যক হয় না। কিন্তু অবিলম্বে তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হয় এবং চিঁচিঁরব ও পুনঃ পুনঃ চঞ্চু বিস্তার করিয়া খাদ্য-দ্রব্য অন্বেষণ জন্য মাতাকে ব্যস্ত করিয়া দেয়। পক্ষিণী যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, শাবকেরা পরস্পরের শরীর ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া রাখে এবং তাহাতে উষ্ণ হয়। যতক্ষণ মাতার স্বর শুনিতে না পায়, ততক্ষণ চুপটি করিয়া থাকে, একটী শব্দও করে না।

পক্ষিণী ফিরিয়া আসিতেছে জানাইবার জন্য এক প্রকার শব্দ করে, শাবকেরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে এবং অমনি সকলে একত্র হইয়া আহার পাইবার জন্য চেঁচাইতে থাকে।

পক্ষিমাতা এক এক করিয়া সকলকে খাদ্য বণ্টন করিয়া

দিতে থাকে। অতি অল্প অল্প পরিমাণে অনেকবার দেয়, ইহাতে শাবকদের গলায় লাগিবার কোন শঙ্কা থাকে না।

শাবকদিগকে এইরূপে ডিম্ব হইতে বাহির করিয়া এবং লালন পালন করিয়াই পক্ষীরা ক্ষান্ত হয় না। যাহাতে তাহারা আপনারা উড়ুক্ষু হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে তাহাও শিখাইয়া দেয়।

ছানাগুলির যখন ডানা ও পালক উঠে এবং তাহারা একটু একটু উড়িতে পারে, তখন বৃদ্ধ পক্ষীরা তাহাদিগকে বাসা হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক দূরে লইয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে করিয়া না আনিয়া তাহারা আপনা আপনি আসিতে পারে এইরূপ কৌশল করে। আবার কখন কখন ডানায় করিয়া উপরিস্থান হইতে ছাড়িয়া দেয় এবং খানিক দূরে গেলেই ধরিয়া ফেলে। এই প্রকারে উড়িতে শিখায়।

যতদিন উড়িতে না শিখে, ততদিন বৃদ্ধ পক্ষীরা শাবকদিগের সঙ্গ ছাড়ে না। কিন্তু যখন দেখে তাহারা আপনা আপনি উড়িতে ও চরিয়া বেড়াইতে পারে, তখন আর তাহাদের ভাবনা থাকে না। শাবকেরা যথেচ্ছা ভ্রমণ করে এবং আপনাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছিয়া লইয়া সুখে কাল যাপন করে।

পক্ষীদিগের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সকলে আমরা ঈশ্বরেরই অপার করুণা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। তাহাদের কি এমন

বুদ্ধি, যে কেমন ছানাগুলি হইবে তাহা বুঝিয়া আগে থাকিতে বাসা বাঁধিয়া রাখিবে? ডিম্বের ভিতর কি আছে, তা দিলে কি হইবে, তাহাই বা তাহারা কি জানিবে? তিনিই তাহাদিগকে এইরূপ করিতে শিক্ষা দেন। শাবকগুলিকে আবার সুস্থ, সবল ও উড্ডুক্ষু করিয়া না দিলে নয়, কেনই বা তাহারা ইহার জন্য এত ব্যস্ত হইবে? তাঁহারই আদেশে না করিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধি ও জ্ঞান পাইয়া মনুষ্যের পিতা মাতা সন্তানদিগের পালন ও ভাবী মঙ্গল সাধনের জন্য কি অধিক যত্ন ও চেষ্টা করিবেন না? এবং মনুষ্য সন্তানেরা পিতামাতার অতুল স্নেহে লালিত পালিত হইয়া সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের করুণা কি স্মরণ করিবেন না?

হরবোলা পক্ষী।
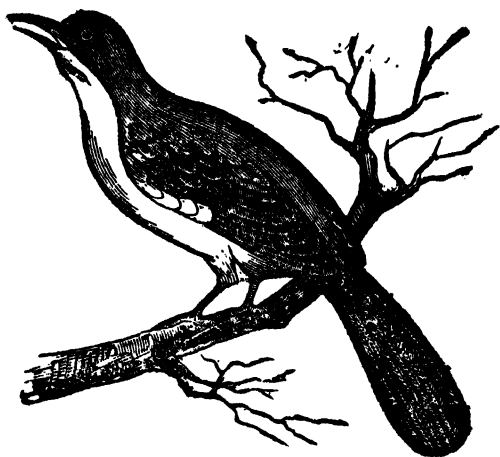
অনেকে মানুষ-হরবোলা দেখিয়াছেন। তাহারা কখন শৃগাল, কখন বিড়াল, কখন কোকিল, কখন ঝিঁঝি এইরূপ নানা জন্তুর মত ডাকিতে পারে। মনুষ্যেরা কত পরিশ্রম করিয়া এইরূপ শিখে, কিন্তু আমেরিকায় যে হরবোলা পক্ষী আছে, তাহারা আপনাহইতে যে পক্ষীর স্বর একবার শুনিতে পায়, ঠিক্ তাহার নকল করিতে পারে।

এই পক্ষী দেখিতে সামান্য পক্ষীর ন্যায়। ইহার শরীরের রঙ শাদা ও পাঁশুটে এবং ঠোঁট কিঞ্চিৎ লাল। ইহার নিজের স্বর অতি মিষ্ট ও গভীর, তাহাতে আবার আর সকল পক্ষীর স্বর নকল করিতে পারে, তজ্জন্য ইহা আমেরিকাতে প্রধান গায়কপক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হরবোলা আর আর পক্ষীকে ঠকাইতে বড় আমোদ পায়। কখন ছোট পক্ষীদের সঙ্গীর মত ডাকিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, আবার শকুনির মত ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখায়।

শুক তোতা প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে। কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের নিজের অধিক গুণ নাই। কারণ তাহাদিগকে কতদিন ধরিয়া কত কষ্ট করিয়া শিখাইতে হয়। হরবোলা পক্ষী যখন একা নির্জনে থাকে, তখন ইহার আশ্চর্য্য গানে সকলকেই মোহিত হইতে হয়।

রাত্রিকালে ইহারা কখন কখন আমেরিকার কৃষকদিগের গৃহের কোন উচ্চস্থানে বসিয়া নানাবিধ মধুর স্বর আলাপ করিতে থাকে এবং এক এক করিয়া সে দেশের সমুদায় গায়ক পক্ষীর ন্যায় গান করে।

হরবোলা লোকালয়ের নিকটে ফলবান্ বৃক্ষ সকলের উপর বাসা বন্ধন করে এবং অনায়াসে পোষ মানে। ইহারা জাম ও আর আর ফল খাইয়াই জীবন ধারণ করে এবং ঐ সকল খাদ্য বাসার নিকটেই যথেষ্ট পরিমাণে পায়। হরবোলা পক্ষিণীরা এককালে ৪। ৫ টা ডিম্ব প্রসব করিয়া ক্রমাগত ১৪ দিন ডিম্বোপরি তা দিয়া থাকে, তবে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

উট-পক্ষী।
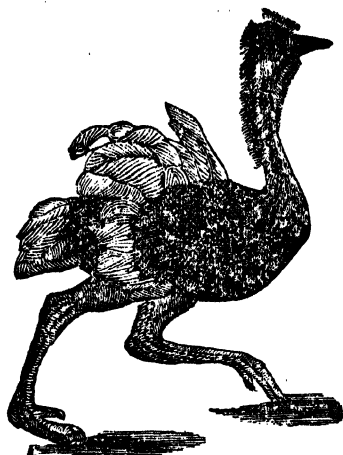
পক্ষি-জাতির মধ্যে উটপক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। ইহা উষ্ট্রের ন্যায় বালুকাময় মরুভূমিতে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতে পারে, এইজন্য আরবেরা ইহাকে উটপক্ষী বলিয়া থাকে। ইহার পালক পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোক মহামূল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

উট-পক্ষীদিগকে আরব ও আফ্রিকার সকল স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ বনাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে ইহারা বাস করে। ইহাদিগের শরীরের অনুরূপ বলও

আছে। ইহারা অতিশয় শান্ত ও নিরীহ; কিন্তু নূতন লোকদিগের পক্ষে ইহারা নিষ্ঠুর ও ভয়ানক।

ইহারা কাহারও সহিত অগ্রে বিবাদ করিতে যায় না। যখন হিংস্র ও নিষ্ঠুর পশুরা ইহাদিগের বাসায় আসিয়া পক্ষিশাবকদিগকে নষ্ট করে, তখনই আত্ম-রক্ষার জন্য ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পদদ্বয় দ্বারা বিলক্ষণ আঘাত করিতে থাকে।

ইহাদিগের গতি অতিশয় চমৎকার। ডাক্তর সা বলেন—প্রখর সূর্য্যকিরণ সময়ে ইহারা দগ্ধপ্রায় হইয়াও শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে রাজহংসের ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতে থাকে; এবং গমন কালে আপন আপন পক্ষ দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করতঃ পথশ্রান্তি দূর করে।

আফ্রিকার দক্ষিণভাগস্থ উট-পক্ষীরা পারাবতদিগের ন্যায় আপন আপন ডিম্বোপরি তা দিয়া থাকে, অনেক গুলি মেয়ে উট-পক্ষী একত্র এক বাসায় ডিম্ ফুটায়। অন্য পক্ষীদিগের ন্যায় ইহারা বৃক্ষোপরি বাসা করে না। মৃত্তিকা খনন করিয়া আপনাদিগের শরীরের অনুরূপ হয়, এরূপ ভাবে বাসা নির্ম্মাণ করে ও তাহার চারি ধার বালুকা দ্বারা উচ্চ করিয়া লয়। মেয়ে উট-পক্ষীরা এককালে ১০।১২টী ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। এক একটী ডিম্ব হুঁকোর খোলের ন্যায়। ডিম্ব গুলি এত ভারি যে

ওজনে প্রায় ৩॥০ সাড়ে তিন সের। ডিম্বের খোলা শ্বেতবর্ণ, হস্তিদন্তের ন্যায় চক্‌চকে।

উট-পক্ষিণীরা দিবাভাগে পর্য্যায়ক্রমে ডিম্বের উপর তা দেয়, কিন্তু রাত্রিকালে একটী মাত্র পুরুষ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করে। ডিম্ব ফুটিতে ৪০ দিন লাগে। উষ্ণপ্রধান দেশে উট-পক্ষীদিগকে ডিমে তা দিতে হয় না। গরম বালুকার উপর ডিম রাখিলে সূর্য্যের উত্তাপে আপনা আপনি ফুটিয়া যায়।

উট-পক্ষীদিগের দুই পা ও প্রতেক পদে দুইটী করিয়া অঙ্গুলী। এক এক অঙ্গুলীতে ব্যাঘ্রের ন্যায় বড় বড় নখ আছে। ইহা দ্বারাই ইহারা সকলকে আঘাত করিতে পারে। উটের ন্যায় ইহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে কুঁজ আছে, তাহাদিগের ন্যায় ইহারাও তৃষ্ণায় কাতর হয় না। ইহাদিগের উচ্চতা প্রায় ৪॥০ সাড়ে চারি হাত, গ্রীবা লম্বা, গ্রীবার উপর অর্দ্ধ ভাগ পালকে ঢাকা। পক্ষদ্বয় অতি সুন্দর শ্বেত বর্ণের পালক দ্বারা সুসজ্জিত এবং ইহার দুই ধারে সজারু কাঁটার ন্যায় দুইটী কাঁটা আছে। আঙ্গুলের দিকও ঐরূপ শ্বেতবর্ণের পালকে ঢাকা। অবশিষ্ট সমুদায় পালক পুরুষদিগের কৃষ্ণবর্ণ এবং মেদীদিগের পাটল বর্ণ।

উট-পক্ষীর এক একটী ডিম্ব ২৪টী মুরগীর ডিমের মত, কিন্তু আফ্রিকার হটেন্‌টট জাতীয় এক এক জন অসভ্য সম্পূর্ণ এক একটা ডিম অনায়াসে খাইয়া ফেলে।

ডিম্ব রন্ধনের প্রণালী অতি আশ্চর্য্য! তাহারা ডিম্বের একধারে অঙ্গুলি প্রমাণ একটী ছিদ্র করে এবং জঙ্গল হইতে দুইমুখ একগাছ ছড়ি কাটিয়া চিমটার মত করিয়া ডিমের ভিতর প্রবেশিত করে; পরে যেমন মথনবাড়ী দিয়া দধি মন্থন করে, তেমনি দুই হাতের চেটো দিয়া কিছুক্ষণ ছড়ি গাছি ঘুরাইতে থাকে, তদ্দ্বরা ডিম্বের মধ্যে যে শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণ দুই প্রকার পদার্থ থাকে, তাহা একত্র মিশিয়া যায়। তৎপরে ডিম্বটী আগুণের উপর রাখিয়া যতক্ষণ তাহার শাঁস না সিদ্ধ হয়, ছড়ী দিয়া নাড়িতে থাকে। ইহা সিদ্ধ করিবার হাঁড়ীর প্রয়োজন হয় না, ইহার শক্ত খোলাই হাঁড়ীর কার্য্য করে। এই খোলা চাকা চাকা করিয়া, এবং কঠিন রূপে ঘুড়িয়া হটেন্‌টট রমণীরা অতি সুন্দর কটিভূষণ অর্থাৎ কোমর পাটা তৈয়ার করে। ইহা হস্তিদন্ত নির্ম্মিত পেটির ন্যায় শুভ্র, চিক্কণ ও দৃঢ়।

উট-পক্ষীর পালক সকল যার পর নাই সুন্দর বলিয়া লোকে ইহাকে শিকার করিতে যায়। এই পালক সকল ইহার লেজ হইতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, উট-পক্ষীর অপত্য স্নেহ নাই, কিন্তু ইহা যে অন্য অন্য জন্তু অপেক্ষা ন্যূন নহে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক থন্‌বর্গ ইহার একটী উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি এক সময় একটী উটপক্ষিণীর বাসার নিকট দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সে

লাফাইয়া উঠিল এবং তিনি তাহার ডিম অথবা ছানাগুলি দেখিতে না পান এই মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যতবার তিনি তাঁহার অশ্ব উহার দিকে ফিরাইলেন, সে ততবার ১০।১২ পা পিছু হাঁটিয়া গেল; কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিলেই সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অবশেষে তাঁহাকে অনেক দূরে প্রস্থান করিতে হইল।

উট-পক্ষীদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ও আশ্চর্য্য। পারিস নগরের রাজকীয় উদ্যানে একটী উট-পক্ষিণী একখণ্ড কাচ ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যায়। তাহার স্বামী সঙ্গিনীহারা হইয়া অবধি অস্থির হইয়া পড়িল; সে যেন প্রতিদিন কোন হারা বস্তু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত এবং দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। শোক ভুলিয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল এবং অধিকতর স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তথাপি সে ঠিক্ বিরহ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কোন মতে প্রবোধ মানিল না এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল।

আত্মরক্ষার নিমিত্ত উট-পক্ষীদিগের বুদ্ধি কৌশলও চমৎকার। অনেক সময় ডালকুরতা সকল ইহাদিগকে শিকার করিতে যায়, তাহাতে যখন ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইহারা হঠাৎ থামিয়া যায়, একটী পাখা নামাইয়া দেয় এবং তদ্দ্বারা সমুদায় শরীর ঢাকিয়া রাখে। কুকুরেরা ডানাতে কামড়াইলে যেমন পালকে তাহাদের মুখ

চোক ভরিয়া যায়, তাহারা বিপাকে পড়ে, উট-পক্ষীরা সেই অবসরে দ্রুতবেগে অনেক দূর পলায়ন করিয়া নিস্তার পায়।

উট-পক্ষীর শরীরের বল যথেষ্ট এবং ইহাকে শিক্ষিত করিলে অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। আফ্রিকার পদর নামক কারখানায় আডান্‌সন সাহেব দুটী পোষা উট-পক্ষী দর্শন করেন। ইহারা এত পোষ মানিয়াছিল, যে দুই জন নিগ্রো একত্রে বড় উট-পক্ষীটীর পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিল। সে অমনি নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল এবং অনেক বার গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। অবশেষে তাহাকে বাধা দিয়া থামাইতে হইল। উক্ত সাহেব বলেন, "এই দর্শনটী আমার এত প্রীতিকর হইল, যে আমি পুনঃ পুনঃ ইহা দেখিতে উৎসুক হইলাম। পরে আমি একজন বলবান্ নিগ্রোকে ছোট পক্ষীর এবং তদ্রূপ দুইজনকে বড় পক্ষীর উপর চড়াইয়া দিলাম। তাহাদের যেরূপ বল, তাহাতে এ প্রকার ভার অধিক বলিয়া বোধ হইল না। প্রথমে তাহারা মধ্যবিধ কদমে চলিতে লাগিল; কিন্তু একটু উৎসাহিত হইবা মাত্র পক্ষ বিস্তার করিল, বোধ হইল যেন বায়ু ধারণ করিবে এবং এত দ্রুত চলিতে লাগিল, যে ক্ষণমাত্রে চক্ষুর অদৃশ্য হইল। একে ইহাদের লম্বা পা, আবার গতি দ্রুত, ইহাতে যে এত শীঘ্র দৌড়িবে, কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইংলণ্ডে ঘোড়-

দৌড়ের জন্য যে সকল অশ্ব সুশিক্ষিত হয়, ইহারা যে তাহাদিগকে বহু দূরে পরাস্ত করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। ইহারা ঘোড়ার ন্যায় তত অধিকক্ষণ ধরিয়া যুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু ঘোড়া যত দৌড়িবে, ইহারা অল্প ক্ষণে তাহা সম্পন্ন করিবে।”

আমরা অনেকদিন হইতে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা কি জন্তু, এতদিন ভাবিয়া পাই নাই। বোধ হয়, এই উটপক্ষীরাই সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া।

শ্বেত ভল্লূক।
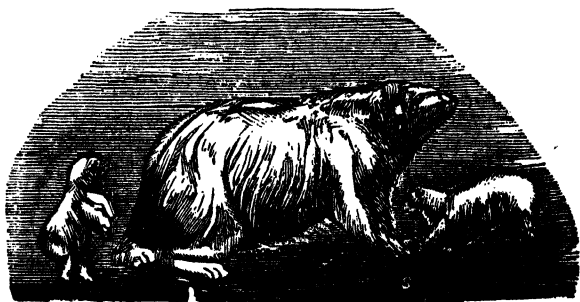
উত্তর হিমসাগরে গ্রীন্‌লণ্ড নামে একটী দ্বীপ আছে। এখানে শ্বেতবর্ণের ভল্লূক সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এদেশে যে সকল ভল্লূক দেখি, ইহারা তাহাদের

অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং দেখিতেও অতি সুন্দর। ইহারা মৎস্য এবং অন্য জলজন্তু আহার করে। ইহারা কখন স্থলে থাকে, কখন বা উত্তর মহাসাগরে অনেক দূরে বরফ রাশির উপরে ভাসিতে থাকে। অত্যন্ত শীতল বরফের উপর থাকিতে হয় বলিয়া করুণাময় পরমেশ্বর ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘন লোমে ঢাকিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই ইহারা স্বচ্ছন্দে বাস করে; কোন ক্লেশই পায় না।

শ্বেত ভল্লুকদের সন্তানের প্রতি অতি আশ্চর্য্য স্নেহ। বিলাতের কতকগুলি লোক সুমেরুর * নিকট জলপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল লিখিত হইতেছে। পাঠিকাগণ! তোমরা ইহাতে পশুদিগের মনের ভাব অনেক বুঝিতে পারিবে।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এমত সময়ে মাস্তলের উপর হইতে এক ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে বরফের উপর দিয়া তিনটি ভালূক অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে জাহাজের নিকট আসিবারই উপক্রম করিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ আর আর সকল লোককে সংবাদ দিল।

জাহাজের লোকেরা কিছুদিন পূর্ব্বে একটা সিন্ধুঘোটক †

---

* পৃথিবীর উত্তর সীমা বা কেন্দ্র।

† প্রথম ভাগ চারুপাঠে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।

মারিয়াছিল এবং বরফের উপর তাহার মাংস দগ্ধ করিতে-ছিল। ভালুকেরা তাহারই গন্ধ পাইয়া আসিতেছিল।

ইহাদের মধ্যে একটি ভল্লূকী এবং আর দুইটি তাহার শাবক। তাহারা অগ্নির দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল এবং জ্বলন্ত শিখার মধ্য হইতে মাংস বাহির করত লোলুপ হইয়া আহার করিতে লাগিল।

জাহাজের লোকেরা কৌতুক দেখিবার জন্য সিন্ধু-ঘোটকের মাংস থাবা থাবা করিয়া বরফের উপর ফেলিয়া দিতে লাগিল। ভল্লূকী একা সেগুলি কুড়াইতে লাগিল, পরে একদিকে আপনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া শাবক-দিগকে অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ ভাগ করিয়া দিতে লাগিল।

অতঃপর ভল্লূকী যেমন শেষবার মাংস খণ্ড লইতে আসিবে, জাহাজের লোকেরা শাবক দুইটিকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। ভল্লূকীও একটি গুলি খাইয়া গুরুতর আঘাত পাইল, কিন্তু তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। এখন সে অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি মাংসখণ্ড অতি যত্নের সহিত মুখে করিয়া চলিতে ছাড়িল না। পরে পূর্ব্বের মত তাহা ভাগ করিয়া শাবকদের সম্মুখে রাখিল। কিন্তু দেখিল তাহারা আর খাইতে আইসে না। তখন সে থাবাদিয়া আগে একটিকে পরে অন্যটীকে নাড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগকে উঠাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই সময়ে সে অতি কাতরভাবে আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন কিছুতেই তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাইল না, তখন ফিরিয়া চলিল। একটুকু দূরে গিয়াই পাছুদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া গোঁয়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেই স্থির থাকিতে পারিল না। আবার আসিয়া তাহাদের শরীরের চারিদিক্ শুঁকিতে লাগিল। এবং আহত স্থান চাটিতে আরম্ভ করিল। পরে আর এক-বার ফিরিয়া চলিল। কিন্তু গুঁড়ি মারিয়া কয়েক পা গিয়াই পুনর্ব্বার পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ অস্পষ্টস্বরে রোদন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন দেখিল তাহার শাবকেরা তথাপি তাহার পাছু পাছু যায় না, তখন সে আবার ফিরিয়া আসিল এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত প্রথমে একটি পরে অপরটির চারিদিক্ থাবা দিয়া নাড়িতে এবং অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অবশেষে যখন তাহাদিগকে এককালে অসাড় এবং নির্জীব দেখিল, তখন হতাশ হইয়া জাহাজের দিকে মাথাটি তুলিয়া রহিল। বোধ হইল যেন হত্যাকারী-দিগকে অভিশাপ দিতেছে। জাহাজের লোকেরা আর বিলম্ব না করিয়া তাহার উপর গুলি বৃষ্টি করিল! হত-ভাগ্য ভল্লূকী শাবক দুইটির মধ্যস্থলে পতিত হইল এবং তাহাদিগের শরীর লেহন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

বাঘিনী কর্ত্তৃক মনুষ্য-শিশুর পালন।

রোমের ইতিহাসে লেখে যে রোমনগরের সংস্থাপক রমুলাস্ ও তাঁহার যমজ ভ্রাতা রিমস্ উভয়ে এক বাঘিনীর স্তনপান করিয়া লালিত পালিত হইয়াছিল। ইহা অসম্ভব গল্প বলিয়া প্রায় সকলে উড়াইয়া দেন, কিন্তু বাঘিনী দ্বারা মনুষ্যশিশু পালনের কয়েকটী বাস্তবিক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল, অযোধ্যায় ১৮ মাস বয়সের একটী শিশু হারা যায়। তথায় নেকড়িয়া বাঘের অত্যন্ত উপদ্রব, সুতরাং বালকটীর মাতা পিতা স্থির করিলেন যে সন্তানটীকে ঐ হিংস্র জন্তুরা বধ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতকালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অনেক স্থানে ইহাদিগের দ্বারা অসংখ্য শিশুর প্রাণ নাশ হইয়া থাকে।

বালকটী হারাইবার প্রায় সাত বৎসর পরে একজন শিকারী জঙ্গলের মধ্যে একটী বাঘিনী ও তাহার কয়েকটী ছানা দেখিতে পাইল এবং সেই সঙ্গে অদৃষ্টপূর্ব্ব একটী জন্তু দৃষ্টিগোচর করিল। ইহা মনুষ্য সন্তানের ন্যায়, কিন্তু চারি পায়ে দৌড়িতেছে। শিকারী উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, কিন্তু সমকক্ষ হইতে পারিল না।

পরে সেই ব্যক্তি অন্বেষণ করিয়া একটী গর্ত্ত দেখিতে পাইল এবং তাহা হইতে উহাকে বাহির করিল। উহা ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শিকারীকে কামড়াইবার উপক্রম করিল। বাঘিনী শাবকদিগের সহিত অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিল এবং ধৃত জন্তুটীকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু শিকারীর হস্তে অস্ত্র শস্ত্র থাকাতে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না।—অরণ্যে ফিরিয়া গেল। ধৃত জন্তুটী লক্ষ্ণৌ নগরে আনীত হইল এবং তাহাকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শেষে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ তাহাকে লইয়া পিঁজরায় বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না এবং এক প্রকার বিকট ও কর্কশ ডাক ভিন্ন কোন শব্দ করিতে পারিত না, তথাপি সে যে মনুষ্য, তৎপক্ষে কাহার সন্দেহ রহিল না। সে রন্ধন করা কোন খাদ্য আহার করিত না, কেবল কাঁচা মাংস পাইলে আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাস করিত। তাহাকে পরিধেয় বস্ত্র দেওয়া হইল, কিন্তু দন্তদ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ এক প্রকার ছোট পাতলা লোমে আবৃত ছিল এবং লোমকূপ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। এই গন্ধ নেকড়িয়ার গায়ের গন্ধের ন্যায়। সে শক্ত হাড় বড় ভাল বাসিত এবং তাহা পাইলে কুক্কুরের ন্যায় চিবাইয়া খাইত। সংক্ষেপে বলিতে হইলে সে তাহার পালিকা

বাঘিনীর সকল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রতিদিন অসংখ্য লোক এই অদ্ভুত জন্তু দেখিতে আসিত। একদিন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকের সন্তান হারাইয়াছিল, তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীরের কোন বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তিনি তাহাকে আপনার সন্তান বলিয়া জানিলেন, কিন্তু তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা হইল না। প্রত্যুত তিনি তাহাকে দেখিয়া যার পর নাই ভয় ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উক্ত বালকটীকে বশীভূত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। সে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া কেবল বিমর্ষ ভাবে থাকিত এবং নিতান্ত ক্ষুধার জ্বালা না হইলে কোন খাদ্য স্পর্শ করিত না। তাহাকে পিঞ্জরের বাহির করিতে ভয় হইত, কারণ বন্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাহাকেও দুর্দ্দান্ত দেখা যাইত। তাহাকে কথা কহাইবার জন্য অনেক কৌশল করা হইয়াছিল, কিন্তু নেকড়িয়ার ন্যায় ডাক ভিন্ন তাহার মুখে আর কিছু শুনা যাইত না। সে এক বৎসর বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু তাহাতেই অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে কেবল এই কয়েকটী কথা কহিয়াছিল, "শির দরদ্ করতা" মাথা-ব্যথা করিতেছে।

অল্পদিন হইল, মোজফ্ফরনগর জেলায় একটী

জন্তু ধৃত হইয়া মিরাট নগরে আনীত হইয়াছিল। সেটী পাঁচ বৎসরের বালক, কিন্তু তাহার মত কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ আর দেখা যায় না। তাহার হাতের চেটো এবং পায়ের তলা ঘোড়ার খুরের মত শক্ত হইয়াছিল। সে বানরের মত দ্রুত গমন করিতে পারিত। কতক গুলি বিলাতী কুকুর বালকটীকে দেখিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহাদিগকে নিরস্ত করা হইল। বালকটী আবার কুকুরদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দন্ত খিচাইতে লাগিল, যেন ইহা দ্বারাই আত্মরক্ষা করিবে। এ বালকটীও কাঁচা মাংস ভিন্ন আর কিছু খাইত না এবং তাহাও মনুষ্যের সম্মুখে স্পর্শ করিত না।

এই দুইটী অদ্ভুত বিবরণ ভিন্ন এরূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি, শিক্ষা এবং সংসর্গের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমরা প্রত্যেকে মনুষ্যসমজে না থাকিলে আমাদিগেরও কি শোচনীয় অবস্থা হইত!

সৃষ্টির আশ্চর্য্য।

টেমস্ নদীর নীচে দিয়া পথ।

ইংরাজেরা আমাদের দেশে যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড কারখানা করিতেছেন, ইঁহাদের নিজের দেশে সে সকল অনেক দিন তৈয়ার হইয়াছে। সেখানে আরও কত কল-কৌশল আছে তাহা আমরা শুনিয়া অবাক্ হই। নদী উপরে রহিয়াছে, তাহার নীচে দিয়া পথ করিয়া লোক সকল যাতায়াত করিতেছে, ইহা সামান্য কৌতুকজনক নয়!

ইংরেজদিগের রাজ্যের নাম ইংলণ্ড। ইহার রাজধানী লণ্ডন। এই মহানগরটী টেমস্ নামক এক নদীর তীরে স্থাপিত। এই নদীর নীচে দিয়া একটি পথ কাটিবার জন্য ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়াতে তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনন্তর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত সিবিল ইঞ্জিনিয়ার ব্রুণেল সাহেব এই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। নদীর একদিকে সরি এবং অন্যদিকে মিডল্ সেক্স এই দুই প্রদেশ আছে। তিনি প্রথমটির মধ্যে রথার হাইয়া এবং অপরটির মধ্যে ওয়াপিং, এই দুই স্থানে বাণিজ্যের কোন গোলযোগ নাই দেখিয়া,

মনোনীত করিয়া লইলেন। সুড়ঙ্গ কাটিবার উপযুক্ত এক প্রকার নীলবর্ণ কর্দ্দমও খুঁজিয়া পাইলেন। কিন্তু এ কার্য্যে মহাসভা 'পার্লেমেণ্টের' অনুমতি আবশ্যক, অতএব তাহাও গ্রহণ করিলেন। তৎপরে প্রায় ৩৩ হাত প্রস্থ কাষ্ঠ সরি প্রদেশের দিকে পুতিলেন এবং প্রায় ১৫ হাত প্রস্থ আর একটি কাষ্ঠ পুতিয়া জল বাহির করিবার জন্য একটি পাতকুয়া খুলিলেন। প্রায় ১৮ হাত গভীর কাঁকরের মধ্য দিয়া ঐ কাষ্ঠদ্বয় চালাইতে হইল। পূর্ব্বতন লোকেরা চোরা বালুকার মত মাটী দেখিয়া কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এজন্য ব্রুণেল কাষ্ঠ আরও গভীর করিয়া পুতিলেন। কিন্তু প্রায় ৫৩ হাত নিম্নে ছোট কাষ্ঠের নীচে মাটী আল্‌গা হইয়া গেল এবং তাহা এককালে অনেক নামিয়া পড়িল এবং বালুকা ও জল উঠিতে লাগিল। এ সকলের প্রতীকার করিয়া ৮২ হাত গভীর স্থান হইতে সুড়ঙ্গ কাটা আরম্ভ হইল এবং শতকরা অর্থাৎ ১০০ হাতে ২।০ সোয়া দুহাত করিয়া গড়ান দেওয়া হইল। যেখানে নদীর জল অত্যন্ত গভীর, সেখানে সুড়ঙ্গের তলা জলের উপরি ভাগ হইতে ৫০ হাতের ও অধিক নীচে পড়িল।

একটি বৃহৎ এবং সুদৃঢ় যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা উচ্চে প্রায় ১৫ হাত এবং প্রস্থে দুই হাত ছিল। ইহার মধ্যে তিনটি থাক অথবা তালা ছিল এবং প্রত্যেক তালায় বারটি করিয়া খোপ ছিল,

অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ টি কুঠারি হইল। খননকারীরা ইহার মধ্যে থাকিয়া মাটী কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং মিস্ত্রীরা সেই সঙ্গে ইষ্টক দিয়া গাঁথিতে লাগিল।

নদী দুই বার ভাঙ্গিয়া খননকারীদিগের উপরে পড়িয়াছিল, তাহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত থাকে। কিন্তু পরে নদীর যে যে স্থানে ছিদ্র হইয়াছিল, উপর হইতে বড় বড় থলিয়াতে কাদা পূরিয়া সেই সেই স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই সামান্য কৌশলে আশ্চর্য্য ফল দর্শিল। জল নিঃসরণ বন্ধ হইল এবং কার্য্য অতি সত্বর ও সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। এই সুড়ঙ্গ লম্বে ১৫০০ দেড় হাজার হাতেরও অধিক। ইহার প্রত্যেক হাত প্রস্তুত করিতে ১৫ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ দুই কোটি টাকারও অধিক ব্যয় হয়। এই পথটী বাষ্পের আলোকে সর্ব্বদাই আলোকময় রহিয়াছে। পূর্ব্বে লোকসকল ইহার মধ্যদিয়া পদব্রজেই চলিত, এখন বাষ্পীয় শকট অর্থাৎ রেলের গাড়িও চলিতেছে।

মানুষের বুদ্ধিতে উপর উপর চারিটি পথ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমে দেখ নদীর নীচে দিয়া পথ, সেখানে পদব্রজে এবং শকটে মনুষ্যেরা অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে। ২—নদীর স্রোত দিয়া জলপথ; নৌকা জাহাজ সকল তাহাতে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে। ৩—নদীর উপরে সেতু; তাহা দিয়াও গাড়ী ও লোক সকল যাতায়াত করিতেছে।

৪—সকলের উপর আকাশপথ; বেলুনে চড়িয়া সেখানেও কতদূর পর্য্যন্ত উঠা যাইতেছে। অতএব আকাশ পাতাল যুড়িয়া ক্রমে মানব জাতির অধিকার বিস্তৃত হইতে লাগিল।

গো-পাদপ।

দক্ষিণ আমেরিকায় পারা নামক দেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। গাভীর ন্যায় ইহা হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়, এই জন্য ইহাকে গো-পাদপ বলে। ইহা সেখানকার বনের সকল গাছ অপেক্ষা উচ্চ। কোন কোনটা ৭০ হাতেরও অধিক হয়। ইহার ফল অতি সুন্দর এবং সুস্বাদু; তাহাতে জাম এবং দুগ্ধের সর এই দুয়ের তারই পাওয়া যায়। ওয়েবেষ্টার নামে এক সাহেব সমুদ্রভ্রমণে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে গিয়াছিলেন। তিনি গো-পাদপ বৃক্ষ দেখিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

"বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ হয় একথা শুনিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন, কিন্তু আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। এখানকার লোকেরা ইহা উদর পূরিয়া পান করে। গো-দুগ্ধ অভাবে আমরাও ইহা চার সহিত মিশাইয়া পান করিয়াছি, উভয়েই কার্য্যে ঠিক একরূপই বোধ হইল। এই দুগ্ধ অত্যন্ত শ্বেতবর্ণও স্নিগ্ধ, স্বাদ ও গন্ধে সামান্য দুগ্ধের ন্যায়। গোদুগ্ধ

যেমন চা ও কাফির সহিত সহজে মিশাইয়া যায় এবং কোন বিগুণ করে না; ইহাও ঠিক সেইরূপ। জ্বাল দিলে শীঘ্র ইহার কিছু পরিবর্ত্ত হয় না, ঈষৎ উষ্ণ করিয়া রাখিলেও ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত ঠিক্ যেমন তেমনি থাকে। ইহার গুণ আর আর গাছের রসের ন্যায় নয়, জন্তুদের দুগ্ধেরই মত। ইহাতে কিছুমাত্র সর পড়ে না, কিম্বা নবনীত হয় না। আমি এক বোতল দুগ্ধ সঙ্গে লইয়া প্রায় ২ মাস পরে ট্রিণিডাড দ্বীপে পৌঁছিয়া জাহাজের অধ্যক্ষকে দিয়াছিলাম। অনেক কৌশলে ইহার কিছু অংশ ঘোলের ন্যায় এক প্রকার টক্ রস এবং মাখনের ন্যায় এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থে পৃথক্ করিয়াছিলাম। এই মাখন তুলিয়া শুকাইলাম, তাহাতে শাদা মোমের ন্যায় এক প্রকার বস্তু হইল। ইহা অনেক তাপ না দিলে গলে না, জল এবং সুরাতে মিশ্রিত হয় না এবং ইহাতে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। ইহা জ্বালাইলে অতি সুন্দর এবং উজ্জ্বলরূপে জ্বলে, কোন প্রকার গন্ধ বাহির হয় না এবং তৈল বা আটার মত কিছু মলাও জমে না। অতএব ইহা হইতে এক প্রকার উত্তম মোমবাতি তৈয়ার হইতে পারে। গো-পাদপ বৃক্ষের কাষ্ঠ অতি মূল্যবান্, এবং জাহাজ নির্ম্মাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।"

বেওবাব বৃক্ষ।

আমাদিগের দেশে বট ও অশ্বত্থকে বনস্পতি বলে, কেন না এই দুই বৃক্ষ উদ্ভিদ্ রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং অধিক কাল জীবিত থাকে। কিন্তু আফ্রিকা খণ্ডের পশ্চিমাংশে সেনিগাল দেশে বেওবাব নামে একটী তরু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মত বৃহৎ ও দীর্ঘজীবী বৃক্ষ পৃথিবীতে দেখা যায় না। ইহার পত্র সকলে অঙ্গুলির ন্যায় ভাগ ভাগ আছে, এই জন্য নিগ্রোরা ইহাকে বেওবাব বলে। আডানসন নামে এক ফরাসী সাহেব ইহার আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহার আর একটী নাম আডানসোনিয়া। উক্ত সাহেবের মতে এই বৃক্ষ ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক বাঁচে। কি আশ্চর্য্য! যে সময়ের মধ্যে কত মহারাজ্য উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে; কত জীবজাতির নূতন সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়াছে; পৃথিবীর উপর কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সেই দীর্ঘকাল এই বৃক্ষ জাতি যেন সাক্ষী হইয়া সকল দর্শন করিতেছে! বেওবারের আকার অতি প্রকাণ্ড। ইহার গুঁড়ি শিকড় হইতে ৯।১০ হাত উচ্চ হইয়া উঠে এবং তাহার পরিধি অর্থাৎ বেড় ৫০।৫২ হাত। একটী গুঁড়ির বেড় ৭০ হাত দেখা গিয়াছে। ইহার নিম্নস্থ শাখা গুলি প্রায় ৪০ হাত বিস্তারিত হয়; ইহাতে তাহাদের অগ্রভাগ সকল মাটীতে ঠেকিয়া গুঁড়িটী ঢাকিয়া রাখে এবং

গাছটী যেন একটী অরণ্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার কাঠ পাকা হইলেও বটের ন্যায় নরম, সুতরাং তাহাতে তক্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে না। ইহার আবিষ্কারক আডানসন্ যেরূপ পীড়ায় মরিয়াছেন, ইহারও সেইরূপ একটী পীড়া দেখা যায়। ইহার কঠিন অংশ সকল এমত কোমল হইয়া যায় যে অল্প ঝড়ে পর্ব্বত প্রমাণ বৃক্ষকে ধরাশায়ী করিতে পারে। কিন্তু সচরাচর সেরূপ হয়না। নিগ্রোরা ইহার গুঁড়ি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে গৃহাদি প্রস্তুত করে এবং অপ-রাধী ও ধর্ম্মভ্রষ্ট লোকদিগের মৃত শরীর সৎকার না করিয়া ইহাতে বদ্ধ করিয়া রাখে। গাছের কেমন গুণ, তাহাতে শব শরীর পচে না, কিন্তু শুকাইয়া শক্ত হয় এবং মিসর দেশের মমি অর্থাৎ সংরক্ষিত শবের ন্যায় থাকে। ইহার পল্লব সকল গাঢ় হরিৎ বর্ণ এবং পঞ্চ অঙ্গুলি বিশিষ্ট হাতের চেটোর ন্যায়। কতক গুলি পত্রের মধ্যস্থল হইতে ফুল ঝুলিয়া পড়ে। এক একটী ফুল অতি বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ এবং তাহার দল অর্থাৎ পাপড়ী সকল কুঞ্চিত। ইহার কেশর সকল বহু সংখ্যক এবং একত্রে একটী নলের ন্যায় হইয়া ঊর্দ্ধভাগে ছাতার মত বিস্তারিত হয়। তাহার মধ্য হইতে অতি সরু বক্র গর্ভকেশরের সূত্র উত্থিত হইয়া একটী স্থূল মস্তক দ্বারা শোভিত হইয়া থাকে। ইহার ফলকে 'বানর পিঠা' বলে, ইহা সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। ইহা লম্বা, চতুষ্কোণ, ঈষৎ হরিৎবর্ণ, কোমল লোমাচ্ছাদিত, এবং

পরিমাণে এক বিঘত। তাহার মধ্যে অনেক গুলি খোপ আছে এবং এক একটী খোপে নীরস, কোমল শাঁসের মধ্যে উজ্জ্বল বীজ সকল থাকে। এই শাঁসে জল মিশাইলে অম্লরস হয়, ইহাতে সংক্রামক জ্বর ভাল হয় এবং মিসরের চিকিৎসকেরা আমাশয় রোগেও ইহা ব্যবহার করেন। ইহার পাতার ধারকতা গুণ আছে। তাহা শুকাইয়া গুড়া করিলে 'লালো' নামে এক প্রকার খাদ্য হয়, অন্নের সহিত আহার করিলে তাহাতে ঘাম নিবারণ হয়। নিগ্রোরা অত্যন্ত উষ্ণ দেশে থাকে, এই জন্য ইহা দ্বারা তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। ইহার ছাল জরন্ন, তাহা হইতে সূত্র বাহির করিয়া দড়ী এবং বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অপূর্ব্ব হ্রদ।

বিশ্বাধিপতির সৃষ্টির বিষয় যতই দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, ততই তাঁহার অনুপম শক্তি ও অপার মহিমা আমাদিগের জ্ঞানচক্ষে প্রকাশিত হয়। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি উন্নতি আকাঙ্ক্ষী হইয়া দেশ দেশান্তরে তাঁহার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছেন, দীর্ঘকাল পুস্তকরাশি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করা এবং ঈশ্বরের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য।

ইউরোপের অন্তঃপাতী পর্টুগেল দেশে অষ্ট্রেলা

নামক একটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে; তাহার শিখরদেশে দুইটী হ্রদ আছে, তাহাদিগের আয়তন অতিশয় বিস্তীর্ণ। একটীর গভীরতা এত অধিক যে অতলস্পর্শ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সমুদ্র হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে তাহারা অবস্থিত; কিন্তু সমুদ্রের জল যখন স্থির থাকে, তাহাদিগের জলেরও গতি তৎকালে স্থির থাকে; এবং সমুদ্রের তরঙ্গ উত্থিত হইলে ঐ দুইটী হ্রদও তরঙ্গ প্রবাহে আন্দোলিত দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সমুদ্রগর্ব্ভের সহিত তাহাদিগের সংযোগ আছে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ স্বরূপ আর একটী দৃষ্টান্তও বিদ্যমান আছে। ঐ হ্রদ দ্বয়ের তরঙ্গের সহিত কখন কখন ভগ্ন জাহাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল উৎক্ষিপ্ত হয়।

ঐ দেশে আর একটী হ্রদ আছে, তাহা ঝটিকা আসিবার প্রাক্কালে এক প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, তাহা বহুদূর হইতে শ্রবণ করা যায়। কয়েম্ব্রা নগর হইতে প্রায় বার ক্রোশ দূরে ফারভানকাস নামক একটী জলাশয় আছে, তাহাতে কাষ্ঠ এবং অত্যন্ত লঘু পদার্থ খড়কুটা, সোলার ছিপি ও পালক পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিলে জলমগ্ন হইয়া যায় এবং আর দৃষ্ট হয় না।

তৈল, বায়ু ও অগ্নি প্রস্রবণ।

ইটালীর অন্তঃপাতী মোডেনা নামক স্থানে অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে। সেই সকল প্রস্রবণে নানাবর্ণের তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার হইয়া থাকে। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী ফ্রুমেটো নামক স্থানের অধিবাসীগণ তথাকার মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রস্র-বণ বাহির করে। নিম্ন ভূমিতে যে সকল প্রস্রবণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লালরঙ্গের এবং উচ্চ স্থানের প্রস্রবণে শ্বেতবর্ণের তৈল দৃষ্ট হয়। এই সকল তৈল জলের উপরি-ভাগে ভাসিয়া থাকে।

ভার্জিনিয়ার অন্তঃপাতী প্যানথার গ্যাম নামক স্থানে প্রায় ৬৬ হাত পরিমাণ প্রশস্ত একটী গহ্বর আছে, তাহার মধ্য হইতে বায়ু ঝটিকার ন্যায় নিয়ত এমন প্রবল-বেগে বহিয়া থাকে যে তাহার সম্মুখবর্ত্তী চল্লিশ হাত পরি-মাণ স্থানের সমুদায় দুর্ব্বাদল বায়ুবেগে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। শীত ঋতুতে ঐ বায়ুর বেগ অতিশয় প্রবল হয় এবং বর্ষার আগমনে হ্রাস হয়। কম্বারলাণ্ড পর্ব্বতে একটা গহ্বর আছে তাহাতেও সময়ে সময়ে ঐ প্রকার বায়ু বহে।

আসিয়াটিক রুসিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী সিরবান্ প্রদেশে একটী আশ্চর্য্য অগ্নিক্ষেত্র আছে, তথায় কোন স্থানে অজস্র অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কোন স্থানে নিরন্তর ধূম নির্গত

হইতেছে, এবং কোথাও বা সতত বাস্পরাশি উত্থিত হই-তেছে। ইহার নিকটে একটী অগ্নি-সরোবর আছে। কখন কখন এই সরোবর ও আগ্নেয়ক্ষেত্র উভয়ই প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় স্থান অগ্নিময় করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার দাহিকাশক্তি নাই, এজন্য ঐ অগ্নিতে হাত দিলে কিঞ্চিন্মাত্র উত্তাপ অনুভব হয় না।

সমুদ্র জলের লবণাক্ততা।

পরম করুণানিধান পরমেশ্বর এই প্রকাণ্ড অবনীমণ্ডল সমুদ্র-পরিবৃত করিয়া কি মঙ্গল অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন! এক মহাসাগরবক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে নদ নদী সকল নিপতিত হইতেছে। সেই সমুদ্রজল পুনরায় বাস্পাকারে উদ্গত হইতেছে এবং সেই বাস্প জল বর্ষণ করিয়া ধরাধামকে শীতল ও উর্ব্বর করিতেছে। জল-শূন্য হ্রদ ও নদ সকল ইহা হইতে পুনর্জীবন লাভ করিয়া বিশ্বাধিপতির মঙ্গলাভিপ্রায় সাধন করিতেছে। এতদ্দ্বারা আপাততঃ অনেকের বোধ হইতে পারে যে, সমুদ্রজলের সহিত হ্রদ নদী প্রভৃতির জলের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। আস্বাদন, গুরুত্ব এবং অপর কয়েক বিষয়ে অন্যান্য জল অপেক্ষা সমুদ্রজলের বিভি-ন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বীয়

মঙ্গল অভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে সমুদ্রগর্ভে এক প্রকার লাবণিক পদার্থের সৃজন করিয়াছেন, তাহাতেই জলের আস্বাদন লবণাক্ত অনুভব হয়। এই লবণ প্রভাবে সমুদ্রস্থ অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ জীবিত থাকিয়া স্ব স্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। যদি সমুদ্র জলে লবণের সৃষ্টি না হইত, তাহাহইলে ঐ সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ বিনষ্ট হইয়া পূতিগন্ধ বিস্তার করত ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণীর এককালে বিনাশ সাধন করিত।
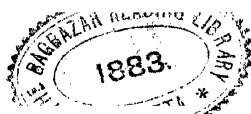
বিজ্ঞান।

জল বহুরূপী।

মেঘ, বাষ্প ও বৃষ্টি।

অনেকে মানুষ বহুরূপী দেখেছেন—তারা কখন বুড়ো, কখন সাহেব, কখন মোহন্ত নানা সাজ সাজে। কিন্তু জল যে কত রকম সাজ সাজিতে পারে তা আমরা দেখি না। এই জল কখন ধোঁয়া হয়ে আকাশে উঠে, কখন মেঘ হয়ে নানা রঙ্ পরে, আবার বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, কখন কোয়াসা হইয়া দিক্ সকল অন্ধকার ক'রে রাখে, কখন শীল হইয়া পাথরের নুড়ীর মত ঝড় ঝড় করিয়া পড়ে, কখনও বা বরফ হইয়া জলের উপর এমন জমাট হয় যে তাহার উপর দিয়া মানুষ হাতী অনায়াসে চলে যেতে পারে।

এ সকল কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হবেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিলে সহজে বুঝা যায়। যে শাস্ত্রে কি কারণে কেমন করিয়া কি রূপ ঘটনা হয় বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে বিজ্ঞান কহে। জল হইতে মেঘ ও বৃষ্টি কেমন করিয়া হয়, প্রথমে বিবেচনা করা যাউক।

আমরা ছেলে বেলা অবধি শুনিয়া আসি যে স্বর্গে মেঘ ও মেঘিনী আছে; মাঝে মাঝে তারা শাল পাতা খাইতে

আইসে, এবং তাদের মুখের লাল পড়িয়া অভ্র হয়। ইন্দ্রের ঐরাবত সমুদ্র হইতে জল শুষিয়া যখন তাদের পিঠে ছড়াইয়া দেয়, তাহারা চারিদিকে চালনা করিয়া বৃষ্টি করে। এসকল কথা সত্য নয়, গল্প কথা মাত্র।

মেঘ আর কিছুই নয় জলের এক রকম আকার মাত্র। জল ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া হইতে মেঘ হয়, মেঘ গলিয়া বৃষ্টি হয়। এক হাঁড়ী জল যখন গরম করা যায়, তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতে থাকে। এই ধোঁয়ার উপর যদি খানিক-ক্ষণ ধরিয়া হাত রাখা যায় তাহাহইলে হাত ভিজিয়া যায়, জল টস্ টস্ করিয়া পড়ে। এখানে ধোঁয়া জমিয়া জল হইয়া গেল। এই ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মেঘ হয়। আকাশে যে এত মেঘ হয় তাহার কারণ এই, সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জল গরম হয়, তাহাতে খুব হালকা এক রকম ধোঁয়া উঠে, কিন্তু সকল সময় চখে দেখা যায় না—ইহাকে বাস্প বলে। এই বাস্প অনেক পরিমাণে আকাশে উঠিয়া যখন জমিতে থাকে, তখন মেঘ হয়। সূর্য্যের কিরণ পড়ে মেঘে নানা রকম রঙ্ হয়। এই মেঘ সকল বড় অধিক দূরে থাকে না, উঁচু পাহাড়ে উঠিলে দেখা যায়। এই মেঘ সকল শীতল বাতাসে জমিয়া যখন ভারি হইয়া যায়, তখন আর উপরে থাকিতে পারে না, বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে থাকে। বাতাসে মেঘ সকল চলিয়া বেড়ায়, তাহাতেই অনেক দূর অবধি বৃষ্টি ছড়াইয়া পড়ে। এখানে দেখ জল বহু-

রূপী ধোঁয়া হইল, বাষ্প হইল, মেঘ হইল, আবার বৃষ্টি হইয়া যে জল সেই জল হইয়া গেল। আর আর কথা পরে বলিব।

শিশির।

জল বহুরূপী ধোঁয়া ও বাষ্প, মেঘ এবং বৃষ্টি হইয়াছে; শিশির কেমন করিয়া হয়, দেখা যাউক। শিশির কোথা হইতে আইসে? অনেকে মনে করিতে পারে স্বর্গ হইতে দেবতারা বুঝি বৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা এই পৃথিবীর জলভিন্ন আর কিছুই নয়। সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে; আরও অনেক কারণে অল্প বা অধিক বাষ্প পৃথিবী হইতে সর্ব্বদাই উঠিতেছে। ইহার সমুদায় কিছু মেঘ হয় না; অনেক বাষ্প বাতাসের সঙ্গে একত্র হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের তাপ যত হ্রাস হয়, পৃথিবী এবং আর আর বস্তুর ভিতরে তাপ ততই বাহির হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সে সকল শীতল হয়। বাতাস শীতল হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। শীতল বস্তু সকলের সহিত বাতাসের সংযোগ হইলে ইহার মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা জমিয়া গিয়া শিশির হয়। অনেকে দেখিয়াছেন একখানা শীতল কাচ বা আয়না একটা গরম ঘরে লইয়া গেলে

অথবা তাহার উপর মুখের ভাপ দিলে তাহা ভিজিয়া উঠে; কেন না বাস্প শীতল বস্তুর সহিত মিলিত হইলে জমিয়া জল হইয়া যায়। শিশিরও ঠিক্ এইরূপে হয়।

সকলেই জানেন যে, যে রাত্রিতে ঝড় হয় বা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, সে রাত্রে অধিক শিশির হয় না। ইহার কারণ এই, বাতাস অধিক বহিলে বাস্প সকল ছড়াইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা জমিতে পারে না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকিলে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয়, তাহা বরাবর চলিয়া যাইতে পারে না, বরং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাকে গরম করিয়া রাখে, কাজে কাজেই বাস্প জমিয়া শিশির কি প্রকারে হইবে? আকাশ পরিষ্কার থাকিলে পৃথিবীর তাপ বাহির হইয়া বরাবর চলিয়া যায়, তাহাতেই ইহা অধিক শীতল হইতে থাকে এবং বাস্প সকল ভাল করিয়া জমিয়া শিশির অধিক পড়ে।

শিশির সকল বস্তুতে সমান পড়ে না। যে বস্তু হইতে তাপ যত শীঘ্র বাহির হয় এবং যাহা তপ্ত হইতে যত অধিক সময় লাগে, তাহাতে শিশির তত অধিক হয়। ধাতু সকল অপেক্ষা কাচ শীঘ্র ভিজিয়া উঠে। আবার কাচ অপেক্ষা সজীব তৃণলতাতে শিশির অধিক জমে। শিশির না পাইলে অনেক গাছপালা মরিয়া যায়, এজন্য ঈশ্বর কেমন আশ্চর্য্য উপায় করিয়া দিয়াছেন।

যে রাত্রি যত অধিক শীতল হয়, শিশির তাহাতে তত অধিক পড়ে। যে সকল দ্রব্য গাছের তলায় বা কোনরূপে ঢাকা থাকে, তাহার তাপ বাহির হইতে পারে না, স্থতরাং তাহাতে শিশিরও জমিতে পারে না।

কোয়াসা, শীল ও বরফ।

কোয়াসা এক প্রকার মেঘই বলিলে হয়। বিশেষ এই, ইহা পৃথিবীর নিকটে থাকে—মেঘ দূরে দেখা যায়। উভয়েই বাষ্প ঘন হইয়া হয়। বায়ুর সহিত জলীয় কণা সকল মিশিয়া থাকে, শীত অধিক হইলে উষ্ণ এবং শীতল এই বিভিন্ন প্রকার বায়ু একত্র হইয়া কোয়াসা জন্মায়। আমাদের দেশে শীতকালেই কোয়াসা হয়, শীতল প্রদেশে এবং সমুদ্রাদির উপর ইহা প্রায় সকল সময়ে দেখা যায়। কোয়াসাতে আম্রাদি বৃক্ষের মুকুল হয়। এমন কোন কোন দেশ আছে সেখানে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু গাঢ় কুজ্‌ঝটিকা হইয়া ভূমি সকল সরস রাখে ও বৃক্ষাদির অনেক উপকার করে।

শীল কি রূপে তৈয়ার হয়, এখনও নিশ্চয় হয় নাই। কিন্তু এটি এক প্রকার ঠিক্, যে মেঘ সকল যখন বৃষ্টির ফোঁটা হইতে আরম্ভ হয়, হঠাৎ তাহাতে শীতল বাতাসের হলকা বহিলে শীল জমাইয়া ফেলে। শীলের আকার

সচরাচর গোল বা ডিম্বের মত, কিন্তু অনেক সময় অনেক প্রকার হয়। আকাশের উপরিভাগে শীলের আকার অতি ক্ষুদ্র থাকে; কিন্তু যেমন নামিতে থাকে, নিকটের বাষ্পরাশি সঙ্গে সঙ্গে জমাট করিয়া লইয়া বৃহৎ হয়। শীল বৃষ্টি হইয়া অনেক সময় বৃক্ষ আদির অনেক অনিষ্ট করে, কিন্তু ইহা দ্বারা জগতের কোন না কোন প্রয়োজন ও মঙ্গল সাধন হয় সন্দেহ নাই।

বরফ বা হিমশীলা। জল শীতল হইয়া ক্রমে জমিয়া যায় এবং তাহাতে বরফ হয়। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল, সেখানকার সমুদ্র পর্ব্বতাকার বরফ রাশিতে আচ্ছন্ন থাকে। হিম-প্রধান ইংলণ্ড এবং আর আর দেশে শীতকালে বাষ্প সকল মেঘ রূপ না ধরিয়া এক কালে বরফ হয় এবং তাহাই ভয়ানকরূপে বৃষ্টি হইয়া পথ ঘাট ছাদ জলাশয় এককালে ছাইয়া ফেলে। আমাদের দেশ অনেক উষ্ণ, এজন্য এখানে তেমন বরফ দেখা যায় না, কিন্তু জল জমাইয়া তাহা এক প্রকারে তৈয়ার করা যায়। হিমালয় পর্ব্বত অত্যন্ত শীতল, বরফ সেখানে সর্ব্বকাল রাশি প্রমাণ হইয়া আছে। বরফ অতি শুভ্র এবং লঘু অর্থাৎ হালকা। সমুদ্র সকলের উপরিভাগে ইহা ছাদের ন্যায় ভাসিতে থাকে, জলজন্তুগণ তাহার নিম্নে সুখে বিচরণ করে এবং শীত হইতে পরিত্রাণ পায়। বরফ অনেক বৃক্ষাদির মূল ও মুকুল সকলও শীতের হস্ত হইতে রক্ষা করে,

অনেক জল-শূন্য স্থান উর্ব্বর করিয়া দেয় এবং চক্রহীন গাড়ী চালাইবার জন্য সুন্দর পথ প্রস্তুত করে। বরফ জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায়।

যে জলকে আমরা সামান্য বোধ করি, তাহা কখন বাস্প, কখন মেঘ, কখন শিশির, কখন কুজ্‌ঝটিকা, কখন শীল এবং কখন বরফ, এইরূপে বহুরূপী সাজিয়া কখন পৃথিবীতে, কখন আকাশে, কখন সমুদ্রে কত স্থানে কত কাণ্ড করিতেছে—এক এক আকারে কত বিশেষ বিশেষ উপকার করিতেছে! যিনি এক পদার্থ হইতে এই বহুরূপ উৎপাদন্ করিতেছেন, কি বিচিত্র তাঁহার শক্তি! জগতের অসংখ্য পদার্থকে অসংখ্য রূপে সাজাইয়া তিনি যে ইহার মঙ্গলের জন্য কত উপায় বিধান করিতেছেন, তাহা আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই না। বিজ্ঞান যত শিক্ষা করা যায়, তাঁহার মহিমা ও কৌশল দেখিয়া মন ততই আশ্চর্য্য ও ভক্তিরসে আর্দ্র হয়।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

শারীরিক সুস্থতা যে কি সুখকর পদার্থ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শরীর সুস্থ না থাকিলে এ সংসারে কিছু ভাল লাগে না। এ পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তিনি শারীরিক সুস্থতা প্রার্থনা করেন না। করুণাময় পরমেশ্বর যাহাতে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে, তজ্জন্য কতিপয় নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা যে পরিমাণে পালন করিতে সমর্থ হই, সেই পরিমাণে শারীরিক সুস্থতাজনিত অতুল সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হই। মনুষ্য আপনার অজ্ঞানতা বশতঃ তাঁহার সেই শুভকর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অদ্যাপি বিষম অস্বাস্থ্য জনিত দুঃখ সহ্য করিতেছেন।

আমরা যদি আহার, পরিশ্রম, বিশ্রাম ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম বিষয়ে সাবধান হই, তাহা হইলে আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় নীরোগে অতিবাহিত করিতে পারি।

আহার।—আমাদিগের এই শরীর প্রতিক্ষণে অদৃশ্যরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। আহার দ্বারা সেই শারীরিক বিনাশের পূরণ হয়। যখনই আমাদের শরীর পোষণের আবশ্যকতা হয়, তখনই আমাদিগের বুভুক্ষা অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অতএব ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই আহার করা

কর্ত্তব্য। উপযুক্ত আহার না পাইলেই আমাদের শরীর ক্রমে ক্ষীণ ও কৃশ হইতে থাকে, তজ্জন্য দরিদ্র লোকেরা অপেক্ষাকৃত কৃশ ও ক্ষীণবল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক আহারও রোগের মূল, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ইহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আহার বিষয়ক নিম্নলিখিত কতিপয় নিয়ম স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১ম। ক্ষুধার সময়ে আহার করা কর্ত্তব্য এবং ক্ষুধা না হইলে আহার করা অবিধেয়।

২য়। যে সকল খাদ্য সহজে ও শীঘ্র পরিপাক হয় এবং পুষ্টিকর তাহাই ভক্ষণ করা উচিত।

৩য়। আহারের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে পরিশ্রম করিবে না। কিন্তু রাত্রিকালীন আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য। অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর নিদ্রা যাইবে।

৪র্থ। ঘর্ম্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত শরীরে আহার করা অকর্ত্তব্য।

৫ম। কঠিন দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবে।

৬ষ্ঠ। তাড়াতাড়ি খাওয়া উচিত নহে।

৭ম। আহার কালে বিশেষতঃ জলপান সময়ে হাসা কিম্বা কথা কহা উচিত নহে।

৮ম। ক্ষুদ্র বালক ও বালিকাগণকে অধিক বারে ও অল্প পরিমাণে খাওয়াইবে।

৯ম। নিদ্রিত বা রোরুদ্যমান শিশুকে সাবধানে দুগ্ধপান করাইবে।

১০ম। আহারের অন্যূন ৩ ঘণ্টা পরে পুনরায় আহার করিবে।

১১শ। প্রতিদিন এক সময়ে আহার করিবে। আহারের অনিয়ম রোগের মূল।

১২শ। জ্বর, প্রদাহ, উদরাময়, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের উপবাস বা লঘু আহার আবশ্যক।

১৩শ। প্লীহা প্রভৃতি পুরাতন রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের লঘুপাক ও পুষ্টিকর পথ্য (যেমন দুগ্ধ) আহার করা কর্ত্তব্য।

১৪শ। প্রতিদিন একরূপ আহার অকর্ত্তব্য, খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

পরিশ্রম ও বিশ্রাম। শরীর একটী কল। কল ঠিক্ রাখিতে হইলে যেমন নিয়মিতরূপে চালান উচিত, শরীরের বিষয়েও সেইরূপ। শরীরকে এরূপে খাটান উচিত, যাহাতে সমুদায় অঙ্গচালনা হইতে পারে। কিন্তু আলস্যে যেমন শরীর বিকল হইয়া নষ্ট হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রমেও সেইরূপ হয়, ইহা মনে রাখা উচিত। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে অন্ততঃ ৫।৬ ঘণ্টা সুনিদ্রা আবশ্যক। অতিনিদ্রা, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ এ সকলই দুষণীয়।

গৃহ পরিষ্কার।

আহার, পরিশ্রম ও বিশ্রামের ন্যায় পরিষ্কার থাকা স্বাস্থ্যের একটী প্রধান নিয়ম। এ নিয়ম পালন না করিলে শরীর প্রতিক্ষণ অসুস্থ হইতে পারে, মনের প্রসন্নতাও হয় না। অতএব ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা চাই।

পরিষ্কার থাকিতে হইলে প্রথমে যে বাড়ী ঘরে থাকা যায় তা যাতে বন্দেজ মত থাকে, কোথাও অপরিষ্কার না হয়, তার দিকে মনোযোগ দিতে হয়। আমাদের বাঙ্গালিরা অন্য জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু পরিষ্কার থাকিতে তাঁদের যত্ন হয় না। অনেকে ইচ্ছা করে ঘর বাড়ী বেবন্দেজ ও ম্লেচ্ছ করিয়া রাখেন। কোথায় গিয়া দেখ বাড়ীর দোয়ারে এক গোবরের গদা; কোথায় ঘরে ও উঠানে একহাঁটু জঞ্জাল, কোথায় বা গাছপালা পচে ও ময়লা জমে বিষের মত হাওয়া উঠিতেছে, এইরূপ কত শত বিষয়ে আমাদের চখ্ পড়ে না—সে সকল উপরি কাজ মনে করিয়া রাখি। অনেকের বাড়ীতে ভাগ্যে যদি একটা শ্রাদ্ধ, বিবাহ বা আর কোন বড় কর্ম্ম-কাজ হইল, তখনই যা কিছু পরিষ্কার হয়; কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাড়ী দশগুণ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠে। আমরা লোক দেখাইবার জন্যেই বাড়ী ঘর দোয়ার সাফ করি, তাহা না হইলে যে নানা রোগ হয়, তা আমাদের তত গ্রাহ্য হয় না।

এবিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা মনোযোগী হলে পরিবার অনেক নীরোগী থাকিতে পারে। তাঁদের উচিত বাড়ীর ভিতরে যাহাতে কোন রূপ অপরিষ্কার না থাকে, তার চেষ্টা করেন। প্রতিদিন উঠান, ঘর দোয়ার যাতে ঝাঁট পাট হয়, কেবল বাহিরের চেকণাই নয় কিন্তু ভিতরের কোন জায়গায় একটুও ময়লা বা জিনিস পত্রের বেবন্দেজ না হয়, তার দিকে চখ্ রাখেন। অনেক বাড়ীতে খাট ও চৌকীর নীচে, ঘরের কোণে কত জঞ্জাল থাকে, দেয়ালে সাতচর্ম্ম ময়লা পড়ে, এ সকল যাতে না হয় তা করিবেন। সব সামগ্রী পত্র বন্দেজমত গুছাইয়া রাখিবেন, এতে ঘরের শ্রী থাকে এবং জিনিষ পত্র নষ্ট হইতে পারে না। এতে খরচ কি? যদি দাস দাসী না পাওয়া যায়, আপনারা একটু পরিশ্রম করিলেই হয়।

হাওয়া মানুষের পরমায়ু, সকলেই বলে। চারিদিক্ পরিষ্কার থাকিলে হাওয়াও পরিষ্কার হইয়া শরীর ভাল রাখে। কিন্তু হাওয়া খেলিবার পথ সব রেখে দিতে হয়। অনেক বাড়ী ঘর এমন ঘেরা ও আঁটা আঁটি করিয়া তৈয়ার করেন যে বাতাস তার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। যে দুই চারিটী জানালা দরজা থাকে, তার অনেক গুলা হয়ত ২।১ বৎসর খোলা হয় না। জল যেমন বন্দ করিয়া রাখিলে পচিয়া উঠে, যত খেলিতে পায় তত পরিষ্কার হয়; বাতাসও তেমনি একটা ঘরের ভিতর বন্দ থাকিলে খারাব

হইয়া উঠে, যত বাহিরের বাতাসের সঙ্গে মেশে তত পরিষ্কার হয়। অনেকে দেখিয়াছেন এক একটা ঘরের জানালা দরজা যদি কিছুকাল আঁটা থাকে, হঠাৎ খুলিলে বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়, এতে যে কত রকম রোগ হয় তা বলা যায় না। অতএব মেয়েদের উচিত বাড়ী ঘর দোয়ার যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তার প্রতি মন দেন এবং জানালা দরজা গুলি খুলিয়া রাখিয়া যাহাতে ঘরের ভিতর হাওয়া খেলিতে পারে তার উপায় করেন। তাঁরা এবিষয়ে মনোযোগী হইলে পুরুষদেরও চাড় পড়িতে পারে। এইরূপে বাড়ীর ভিতর বাহির যত পরিষ্কার হইবে, পরিষ্কার বাতাস যত বহিতে থাকিবে, পরিবারের রোগ ও অসুখ ততই কমিয়া যাইবে এবং সুস্থতা ও সুখ নিশ্চয়ই বাড়িতে থাকিবে।

বস্ত্র পরিষ্কার।

শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যে ঘর বাড়ীতে থাকা যায়, তাহার ভিতর বাহির যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, বস্ত্রের বিষয়েও সেইরূপ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ময়লা কাপড় পরিলে শরীরের ভিতরের মলা বাহির হইতে পারে না, তাহাতে রক্ত খারাব হয় এবং চুলকোনা, পাঁচড়া, মাথাধরা এই সকল রোগ সহজেই জন্মায়। ময়লা কাপড়ে

মনও কেমন অসুখী থাকে এবং তাহাতে অনেক দুঃখের চিন্তা মর্মকে জড়ীভূত করিয়া রাখে। সকলেই জানেন, নূতন ধৌত বস্ত্র একখানি পরিধান করিলে মনে কেমন একটি স্ফূর্ত্তি হয়, কাজ কর্ম্ম করিতে নূতন উৎসাহ হয়!

শারীর বিদ্যা দ্বারা জানা যায় যে আমাদের লোমকূপ হইতে প্রতিদিন প্রায় আধসের ক্লেদ বাহির হয়। দেখ এক দিন মাত্র একটি জামা গায় দিলে শরীর হইতে কত ময়লা সহজে বাহির হইয়া সেই কাপড়ের ভিতর পিঠে লাগে। কিন্তু ময়লা কাপড়ের ময়লা লোমকূপ আঁটিয়া থাকে; সুতরাং ভিতরের মলা বাহির হইতে পারে না। তাহাতে শরীরে নানা অসুখ হয়; আরও ময়লা কাপড় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয় যে তাহাতে শরীরের ও মনের সুস্থতা স্পষ্টই নষ্ট হইতে দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালিরা পরিষ্কার কাপড় পরা যে শরীরের পক্ষে আবশ্যক তা তত বোধ করেন না। যেমন ইহাঁরা লোক দেখাইবার জন্য সময় সময় ঘর বাড়ী পরিষ্কার করেন, কিন্তু সচরাচর ঘর বাড়ী ময়লা ও জঞ্জালে পূর্ণ করিয়া রাখেন; সেইরূপ লোক দেখাইবার জন্য ইহাঁদের পোষাকী ধুতী থাকে, কিন্তু আটপৌরে কাপড় যত মলিন হউক তায় ক্ষতি বোধ করেন না। মেয়েদের এবিষয়ে আবার বড়াবাড়ি দেখা যায়। তাঁদের বসিবার ত আসন থাকে না, যেখানে ইচ্ছা, ধূলা কাদা না মানিয়া বসিয়া পড়েন। পুরুষেরা যেখানে জুতা খুলিয়া অর্থাৎ

খালি পায়ে চলিতে চাহেন না, সেখানেও তাঁহারা অবলীলা-ক্রমে যান। রন্ধন করিতে বা গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া তাঁহারা কাপড়ে আর চর্ম ময়লা পাড়ান। বাঙ্গালিদিগের শয্যা সকলও এইরূপ অপরিষ্কার থাকে। খুব বড় মানুষ ভিন্ন অন্য লোকের বিছানার চাদর কি বালিসের ওয়াড় মাসের মধ্যে হয়ত একবারও ধোবার বাড়ী যায় না। যে বিছানায় প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইতে হয়, তাহা ময়লা থাকিলে শরীরের কি সামান্য অপকার হয়? শয্যা সকল পরিষ্কার ও নিয়ত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

বস্ত্র পরিষ্কার রাখা উচিত, এটি আমাদের দেশের অনেকের বোধ হয় মতও নহে। কেহ ধৌত বস্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে তাহাকে অনেকে 'বাবু' বলিয়া উপহাস করেন। ঘর বাড়ী নিত্য পরিষ্কার থাকিলে যেরূপ শরীর ভাল থাকে, বস্ত্র আদিও সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিলে সেইরূপ হয়। অনেক বাঙ্গালি এটি বুঝিতে পারেন, কিন্তু অর্থের অভাব দেখান। এদিকে তাঁহারা আবার এক এক পূজার সময় যে বহুমূল্য কাপড় সকল ক্রয় করেন, তাহার এক খানার দাম কর্ত্তন করিয়া যদি ধোবার মাহিনা বাড়াইয়া দেন, সম্বৎসর কাল শুভ্র বস্ত্র পরিয়া শরীর সুস্থ ও সবল এবং মনকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন, সন্দেহ নাই। যদি বস্ত্র পরিষ্কার রাখিতে মনোগত যত্ন থাকে, ধোবার কড়ির জন্য আটক থায় না।

মেয়েরা ঘরে সাজীমাটী বা সাবান দিয়াও পরিষ্কার করিতে পারেন। ইহাতে যিনি লজ্জা বা অপমান বোধ করেন, তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং রোগ সঞ্চয় করিতে ভাল বাসেন। এক এক গৃহস্থের বাটীর মেয়েদিগের কাপড় এবং বিছানা সকল দেখিলে, যেন শ্মশান হইতে কুড়াইয়া আনা বোধ হয়, তাহাতে তাঁদের কি লজ্জা হয় না?

দেহ পরিষ্কার।

গৃহ এবং বস্ত্র পরিষ্কার শরীরেরই উপকারের জন্য; কিন্তু সেই শরীর পরিষ্কার না থাকিলে সে সকলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্রে দেহ পরিষ্কার ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ; বস্তুতঃ ইহার উপর স্বস্থতা এবং মনের পবিত্রতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। শরীরের সৌন্দর্য্যও ইহার আর একটি ফল। এই শরীর মল-ভাণ্ডার। ইহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণই মল সঞ্চয় হইতেছে। সেই সকল যত পরিষ্কার করা যায়, ততই শরীরের পক্ষে মঙ্গল, না করিলে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা কেহ ছাড়াইতে পারে না। যাহাহউক এ বিষয়টি যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ ইহাতে কোন ব্যয় নাই, কেবল একটু আপনার আপনার যত্ন থাকিলেই হয়।

দেহ পরিষ্কারের প্রধান নিয়ম যে কয়েকটি তাহা এক প্রকার সকলেই জানেন, কিন্তু সে সকলের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১—মুখ-প্রক্ষালন। প্রতিদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই মুখটি উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। নিদ্রার সময় মুখের ভিতর লালা জমিয়া এবং খাদ্য দ্রব্যাদির অবশিষ্ট যাহা কিছু জিহ্বা ও দন্তে সংলগ্ন থাকে, তাহার সহিত মিলিয়া যেরূপ বিকার ও দুর্গন্ধ জন্মায়, তাহা সকলেই জানিতে পারেন। ভাল করিয়া মুখ ধৌত না করিলে দন্তে ও জিহ্বায় সেই মলা সঞ্চিত হয় এবং শরীরের অনেক ক্ষতি হইতে পারে। মুখ-প্রক্ষালনের সময় দাঁত সকল মাজিয়া পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতে মলা জমিতে দিলে তাহাতে এক প্রকার শক্ত ছাল জন্মে এবং পরে তাহা হইতে নানা দন্তরোগ উৎপন্ন হইয়া মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং সময় সময় অস্ত্র চিকিৎসারও শরণ লইতে হয়। কোমল কাষ্ঠের দাঁতন অথবা কোন প্রকার মোলায়েম গুঁড়া দিয়া দন্ত পরিষ্কার করা বিধেয়। আমাদের জিহ্বার উপরিভাগ যেরূপ অসমান, তাহাতে মলা জমিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা, অতএব নরম চেঁচাড়ি দিয়া তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। অনেকের জিহ্বায় ক্লেদ থাকে বলিয়া কথা সকল সুস্পষ্ট উচ্চারণ হয় না—কি লজ্জার বিষয়!

মুখ ধৌত করিবার সময় গলা অল্প খাঁকরাইয়া গয়ের

বাহির করিলে তাহা আর ভিতরে বসিতে পারে না। নাসি-কাও উত্তমরূপে ঝাড়িয়া যদি ছর্দ্দি জমিয়া থাকে, তাহা বাহির করা কর্ত্তব্য। নাসিকার মড়মড়া এবং চখের পোঁচুটি জল দিয়া ধৌত করা আবশ্যক।

আহারের পর রীতিমত আচমন করিবে, প্রয়োজন মত খড়িকা দিয়াও দন্ত পরিষ্কার করা আবশ্যক। আহারের পর মুখ ধৌত না করিলে তাহার অবশিষ্ট ভাগ দন্ত জিহ্বা-দিতে লাগিয়া থাকিয়া মুখ অপরিষ্কার করিয়া রাখে। শয়নের পূর্ব্বে মুখে মসলা বা পানের কুচি না থাকে, এমত করিবেক।

২—গাত্র মার্জ্জন ও স্নান। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে আমা-দের লোমকূপ হইতে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় অর্দ্ধসের ক্লেদ নির্গত হয়। ইহার কিছু ভাগ শরীরের উপরে লাগিয়া থাকিয়া ক্রমে লোমকূপ সকল বদ্ধ করিতে পারে এবং তাহা হইলে ভিতরের মলা বাহির হইতে না পারিয়া শরীরে নানা রোগ জন্মাইতে পারে। অতএব গাত্রটী পরিষ্কার রাখিতে সাব-ধান থাকা উচিত। প্রতিদিন স্নান নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অনেকে যেরূপ দুই একটি ডুব দিয়াই বা মস্তকে একটু জল ঢালিয়াই শুদ্ধ হয়েন, তাহা করিলে হইবে না; স্নানের সময় আপাদ-মস্তক সকল স্থান গামছা দিয়া উত্তমরূপে মাজা উচিত এবং কেবল নিয়ম রক্ষা অপেক্ষা শরীর পরি-ষ্কারের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্নান ভিন্ন

অন্য সময়েও মধ্যে মধ্যে গাত্র মার্জ্জন আবশ্যক। ঘর্ম্ম হইলে বা ধূলা অথবা দুর্গন্ধ বায়ু গায় লাগিলে তৎক্ষণাৎ শরীর মুছিয়া ফেলা উচিত।

৩—কেশ মার্জ্জনা। আমাদিগের চুলের ভিতর যে মলা জন্মে, তাহা চিরুণি দিয়া একবার মাথাটা আঁচড়াইলেই জানিতে পারা যায়। এই মলাতে মস্তকের নানা প্রকার পীড়া জন্মাইতে পারে এবং উৎকুণ হইয়াও অনেক অপকার করে, অতএব প্রতিদিন চুল আঁচড়াইয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

৪—শুচি-ব্যবহার। আহার ও মল মূত্র পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুদিগের শুদ্ধাচার থাকাতে অনেক কদর্য্য রোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এ সকল বিষয়ে কেহ যেন অবহেলা না করেন।

আমাদের মহিলাগণ শরীরের নিয়ম পালন করিতে যত চেষ্টা করুন বা না করুন, অনিয়ম করিতে বিলক্ষণ পটু! তাঁহাদের অত্যাচার গুলি এক একটি করিয়া বর্ণন না করিলে আপনাদের দোষ আপনারা দেখিতে পান না।

১—মুখ অপরিষ্কার করিবার জন্য অনেকে পাতা ও তামাক পোড়াইয়া 'গুল' ব্যবহার করেন! পুরুষদের মধ্যে তামাক, চরস, গাঁজা, মদ প্রভৃতি নানা গরল সেবন করিয়া যে নেসা হয়, ইহাদের এক গুলে সে সকলের কার্য্য করে। যিনি যে নেসা করেন, তাঁহার নিকট তাহাই মহোপকারী।

অনেকে আবার এই গুলের কত গুণ গান। যাহাহউক অন্য দোষের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে মুখে এক প্রকার দুর্গন্ধ সর্ব্বদা থাকে, অধিক লাল বাহির করিয়া শরীরের অপকার করে এবং গাল ভরা থুথু সর্ব্বদাই এথায় সেথায় ফেলিয়া ঘর দ্বার অপরিষ্কার করিতে হয়, তাহা বড় কম দূষ্য নহে।

২—শোভার জন্য অনেকে নানা কৃত্রিম রঙ্ দিয়া শরীর অপরিষ্কার করেন। অনেকে দাঁতের শোভা বর্দ্ধনের জন্য মিশি লন বা অনেক পান চিবাইয়া ঠোঁঠ রক্তবর্ণ করেন; মেদি পাতার রসে বা অন্যরূপে নখ লালবর্ণ ও হস্ত পদ রঙ্গিল এবং উল্কী ও তিলকে নাসিকা ভূষিত করেন। এ সকল এক প্রকার অসভ্যাচার এবং শরীরের হানিকর। অসভ্যলোকে সুন্দর দেখাইবার জন্য নানা রঙে শরীর চিত্র বিচিত্র করে। যাঁহারা শোভা দেখাইবার জন্য দাঁত কাল, নখ লাল ইত্যাদি করিতে যান, তাঁহাদের ভ্রমের আর সীমা নাই। জগদীশ্বর যাহার যে রঙ করিয়া দিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার রাখিলেই তাহার যথার্থ শোভা হয়; নতুবা তাহা ঢাকিয়া মনগড়া রঙ লেপিলে শরীর অপরিষ্কার ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। সিন্দুর ও মেজেণ্টা প্রভৃতি অনেক রঙ বিষাক্ত, সুতরাং শরীরের অনিষ্টকর এবং তাহাতে লোমকূপ বদ্ধ করিয়া শরীরের মলাও বদ্ধ করিয়া থাকে।

৩—অলঙ্কার পরিধান। অনেকের গহনাতে মলা জমিয়া

গেলেও তাহা ত্যাগ বা পরিষ্কার করেন না। ইহাতে শরীরও অপরিষ্কার বই আর কি হইতে পারে? এক এক-খান গহনা স্থান বিশেষে আবার এরূপ চর্ম্মের সহিত একসাৎ হইয়া থাকে, যে সেখানকার লোমকূপ বন্ধ হয় এবং রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম ঘটে।

৪—অনেক স্ত্রীলোক চুল অপরিষ্কার রাখিয়া যেরূপ অনিষ্ট করেন এমত আর কিছুতেই নয়। তাঁহাদের মাথায় তৈল প্রায় বহিয়া পড়ে, তাহার উপর যত রাজ্যের চুলের দড়ী নেকড়ার ফালি জড়াইয়া এক বোঝা প্রস্তুত করেন। তাঁহারা যে শয্যায় শয়ন করেন তাহা যে অত্যন্ত ময়লা ও দুর্গন্ধ হয়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা চুল পরিষ্কার করুন, কেশ বিন্যাস করুন, কিন্তু তৈল ও ময়লা দড়ীর প্রতি একটু অনুরাগ হ্রাস করুন্। যে তৈল মাখিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবেন এবং চুলের দড়ী গুলি কিছু পরিষ্কার রাখিবেন।

পদ্য।

১ নীতি-সার।

যিনি করিলেন সৃষ্টি দিলেন সকল,
তাঁহারে সেবিয়া কর জনম সফল।
সকলেই তাঁর পুত্র তাঁর কন্যা হয়,
সকলের প্রতি যেন ভাল ভাব রয়।
পিতা মাতা জ্ঞানদাতা গুরুজন যত,
কায়মনে ভক্তি সবে কর অবিরত।
দাস দাসী ছোট ভাই ভগিনী যতেক,
সন্তান সমান স্নেহ সবে করিবেক।
সঙ্গিনী সকল দেখ আপন মতন,
সাধু কাজ কর সবে সাধু আলাপন।
কায় মন বাক্য যেন সত্য পথে রয়,
মিথ্যার সমান পাপ আর নাহি হয়।
অন্যে যদি করে কিছু তব অপকার,
উপকার করি তার কর প্রতীকার।
মনেতেও পাপ ইচ্ছা ঠাঁই নাহি দিবে,
যা কিছু জানিবে ভাল তখনি করিবে।
আপনার হিত চিন্তা করিবে যেমন,
যত পার পরহিত করিবে সাধন।
বিনয়ী সুবোধ শান্ত সুশীল যে হয়,

মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী সরল-হৃদয়,
সকলের প্রিয় সেই সেইত সুন্দর,
গুণ না থাকিলে রূপে কে করে আদর?
জ্ঞান আর ধর্ম্ম মানুষের আভরণ।
এ দুই রতন লাভে করিবে যতন ॥

উপদেশ-মালা।

কখন অসৎ পথে যেয়ো না যেয়ো না,
ক্রোধ চক্ষে কারো পানে চেয়ো না চেয়ো না;
কদাচ কাহার দোষ গেয়ো না গেয়ো না,
পরসুখে মনো দুঃখ পেয়ো না পেয়ো না।
যৌবন রূপের গর্ব্ব করো না করো না,
কপটের বেশ কভু ধরো না ধরো না;
কদাচ পরের ধন হরো না হরো না,
কুচিন্তার বিষে কভু জরো না জরো না।
প্রাণ গেলে কটু ভাষা বলো না বলো না,
মিথ্যা বলি কভু কারে ছলো না ছলো না;
অসতের প্রলোভনে গলো না গলো না,
পরমাত্মা হতে কভু টলো না টলো না।

স্বভাব দর্শন।

মনে বড় ভালবাসি উষার সময়,
প্রতিদিন দেখি উঠে অরুণ উদয়;
হেরি সে সুন্দর মেঘ গগনের ভালে,
হাজার বরণে শোভে নিদাঘের কালে।
মনে বড় ভালবাসি দেখি সর্ব্বক্ষণ,
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ মাঠের বরণ;
শুনি কি সুস্বনে তথা বহে সমীরণ;
হরিত তরঙ্গ রঙ্গে জুড়াই নয়ন।
ভালবাসি দেখিতে সে সন্ধ্যার সময়,
সরোবরে মনোহর চাঁদের উদয়;
তীরে থেকে ধীরে ধীরে মলয়ের বায়,
সুগন্ধে মাতিয়া যবে চামর ঢুলায়।
মনে বড় ভালবাসি পূর্ণিমার রাত,
না বহে হৃদয়ে যদি ভাবনার বাত;
থেকে থেকে শুনি কুঞ্জে পাখির কূজন,
গুঞ্জে কিম্বা অলিকুল ভ্রমিয়া কানন।
ভাল বাসি দূরে থেকে দেখি মহীধর,
আকাশে অটল যেন শোভে জলধর;
দেখি যবে ঘোর কোরে আসে মেঘজালে,
চৌদিকে কুলায়ে ধায় পাখিরা বিকালে।

ভাল বাসি শুনিতে সে পর্ব্বত গুহায়
দূরেতে কেমন ভীম বজ্রনাদ ধায়;
কেমন প্রচণ্ড রবে রুষি বায়ু কুল,
সিন্ধুরে গগনে তোলে করিয়া আকুল।
দেখিতে এসব আমি ভাল বাসি মনে,
শুনিতে আনন্দ পাই স্বভাব সদনে;
এবে দেখি সুষম গোলাপ মনোহর;
এবে শুনি ঘোর রোল যথায় নির্ঝর।
কি মহৎ, কমনীয়, কিবা ভয়ঙ্কর,
আমার নয়ন মনে সকলি সুন্দর;
সকল সৃষ্টিতে দেখি মহিমা তোমার,
জগদীশ! সবে গায় তুমি মূলাধার।

শুকশারী সংবাদ।

শাখী পরে দুটী পাখী শারী আর শুক,
সুখে বসি হেরিতেছে এ উহার মুখ,
প্রেমভরে প্রেমালাপ করিছে উভয়,
হেনকালে তথা এক ব্যাধের উদয়।
এক হাতে ধনু তার অন্য হাতে শর,
লক্ষ্য করি শুক শারী ক্রমে অগ্রসর।
নিষাদে হেরিয়া শারী বিষাদেতে কয়,
“হা নাথ হইল আজি মরণ নিশ্চয়।

এই দেখ অধোদিকে সাক্ষাৎ শমন,
আকর্ণ পূরিয়া শর করিছে ক্ষেপণ ;
ঊর্দ্ধদিকে দেখ পুন দৈব বিড়ম্বন,
দ্বিতীয় শমন শ্যেন করিছে ভ্রমণ।
কি করি কোথায় যাই দেখি না উপায়,
বুঝিনু বিধাতা বাম আজি হায় হায় !
বসে থাকি যদি মোরা, মারিবে নিষাদ ;
উড়িলে আক্রমে শ্যেন ঘটিল প্রমাদ !"
এই বলি প্রাণভয়ে শারিকা আকুল,
অনুপায় দেখি শুক হইল ব্যাকুল।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন,
এক বিষধর ব্যাধে করিল দংশন।
সর্পের দংশনে শর চঞ্চল হইল,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শ্যেনে সংহার করিল ।
শরবিদ্ধ হয়ে শ্যেন পড়িল ধরায়,
বিষের জ্বালায় ব্যাধ পরাণ হারায়।
শুকশারী আনন্দেতে করে উচ্চারণ,
"জয় জয় জগদীশ বিপদ-ভঞ্জন।"

সন্ধ্যা বর্ণন।

মরি কি আইল ভাই মধুর সময়!
রবির কিরণে আর দেহ না দহয়।
সূর্য্য গেছে অস্তাচলে রৌদ্র আর নাই,
ঝাউ গাছে বায়ু বহে করি সাঁই সাঁই;
ভূতল শীতল হল শরীর জুড়ায়;
গাছে বসি পাখিগণ কিবা গান গায়।
অই দেখ ফুল গাছে ফুটে কত ফুল,
সৌরভেতে চারি দিক্ করেছে আকুল।
সকলেই সুখী এবে দুঃখ কারো নাই,
পরমপিতার কাজে মেতেছে সবাই।
ঐ যে আমের ডাল নড়ে বায়ু ভরে,
দেখ দেখ তাঁর পদে নমস্কার করে।
গর্ত্তে থেকে ঝিঁঝিঁ গণ করে ঝিঁঝিঁ রব,
দল বাঁধি করিতেছে ঈশ্বরের স্তব;
অচেতনে সচেতনে ধরিয়াছে তান,
করিতেছে একমনে বিভুগুণ গান;
কোন জীব কোন জন্তু বাঁকি নাহি রয়,
উচ্চৈঃস্বরে গায় সবে জগদীশ জয়।
আর ভাই চেয়ে দেখ আকাশের পরে,
লক্ষ মুখে কত তারা তাঁর নাম করে।

তাই বলি আমরাও এসো তবে ভাই,
মন খুলে সবে মিলে তাঁর গুণ গাই।

বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের প্রার্থনা।

মোরাসবে দীন ভাবে যত বালাগণে,
করি নাথ প্রণিপাত তোমার চরণে।
মোরা যত পশুমত অতীব অজ্ঞান,
পরাধীনা জ্ঞানহীনা অন্ধের সমান।
তুমি মাতা জ্ঞানদাতা মনে যেন রাখি,
চিরদিন তবাধীন হয়ে যেন থাকি।
নাহি কেহ করে স্নেহ তোমার মতন,
তোমা হতে এজগতে পেয়েছি জীবন।
কায়মন প্রাণধন সকলি তোমার,
ওহে পিতা কিছু হেথা নাহিক আমার।
কৃপা কর কৃপাকর! এ কিঙ্করীগণে,
প্রভু তব স্তুতিস্তব কিছুই জানিনে।
কিবা দিয়া কি বলিয়া পূজিব তোমায়?
বার বার নমস্কার করি তব পায়।
ওহে পিতা কৃতজ্ঞতা লহ উপহার,
তোমাসম প্রিয়তম কেবা আছে আর?

মোরা অতি মূঢ়মতি জ্ঞানবুদ্ধিহীন,
যথাশক্তি করি ভক্তি যেন চিরদিন।
যেন প্রভু মোরা কভু কুপথে না যাই,
মিলি সবে একরবে তব গুণ গাই।
বিদ্যাধন উপার্জ্জন সদা যেন করি,
বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয়ে স্থখে কাল হরি।
আমাদের শিক্ষকের করহ কল্যাণ,
সর্ব্বক্ষণ করিছেন যিনি বিদ্যাদান।
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা বান্ধব সকল,
তাঁহাদের সকলের করহ কুশল।
তব কার্য্য শিরোধার্য্য করিয়া সবাই,
প্রাণপণে কায়মনে সময় কাটাই।
কোন মতে পাপপথে পতিত না হই,
দিবানিশি তব দাসী হয়ে যেন রই।
অভাজন অকিঞ্চন আমরা সবাই,
তব প্রতি থাকে প্রীতি এই ভিক্ষা চাই।

বামাহিতার্থীর আশা।

ভারতের সেই দিন কিবা স্থখকর,
পুত্রের সমান হবে কন্যার আদর।

শিশুকাল তাহার না যাইবে বৃথায়,
মিছা বার ব্রত আর খেলায় ধূলায়।
তাহার কোমল মন শশিকলা প্রায়,
দিন দিন বৃদ্ধি হবে বিদ্যার শোভায়।
নানাগুণে গুণবতী হইবে কুমারী,
সরলা সুশীলা বালা সদা সদাচারী!
শরীরের রূপ লোকে না খুঁজিবে আর,
গুণের গৌরব লয়ে করিবে বিচার।
বয়স হইলে বৃদ্ধি হলে জ্ঞানোদয়,
আপনার কর্ত্তব্য বুঝিলে সমুদয়,
উপযুক্ত গুণবান্ পাত্রের সহিত,
পরিণয় হবে তার যেমন বিহিত।১

গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা নববধূ কবে,
পতি সহচরী হয়ে পতিবাসে রবে?
পতির সহিত হবে একই হৃদয়,
ভয়ের স্থানেতে পাবে পবিত্র প্রণয়।
মলিন ইন্দ্রিয় সুখ করি তুচ্ছজ্ঞান,
জ্ঞান ধর্ম্মপথে দোঁহে করিবে উত্থান।
পতির মঙ্গলে সতী জানিবে মঙ্গল,
প্রাণ গেলে স্পর্শ না করিবে পাপানল।
পরিবার শ্বশুর শাশুড়ী বন্ধুজন,
যার প্রতি যে কর্ত্তব্য করিবে সাধন।

মিলিয়া সঙ্গিনীদল সমান বয়স,
পান করিবেক সুখে জ্ঞান ধর্ম্মরস।
তাস পাসা ক্রীড়া ছাড়ি সূচি লয়ে করে,
মনোহর শিল্পকার্য্যে সুখে কাল হরে,
অন্তঃপুর যাতে হয় সুখের আলয়,
তারি তরে প্রাণ মন দিবে সমুদয়॥
বিবিধ আনন্দ ভোগ করিবে যখন,
আনন্দময়ের হস্ত রাখিবে স্মরণ। ২

ঈশ্বর প্রসাদে পেলে সন্তান সন্ততি,
তাঁহার পদেতে আগে করিবে প্রণতি,
জানিবেক আপনার গুরুতর ভার,
সাবধানে পালিবেক কুমারী কুমার॥
শরীররক্ষার তরে যতেক যতন,
মনের উন্নতি হেতু আরো প্রাণপণ।
ভয় লোভ বাল্য হতে শিক্ষা নাহি পায়,
সত্য পথে তাহাদের মন যাতে ধায়,
এই রূপ উপদেশ গল্প নানা মত,
করিয়া শিশুর আত্মা করিবে উন্নত।
গৃহিণী হইয়া সব গৃহ কার্য্য ভার,
সুনিয়মে সুখে দুঃখে করিবে সুসার॥
পরহিংসা পরগ্লানি করি পরিহার,

সাধ্যমত করিবেক পর উপকার।
পরিবারে যদি কেহ হয় দুরাচার,
সাবধানে ধর্ম্ম পথে করিবে উদ্ধার।
বৃথা ধন মান লাভে না করি যতন,
করিবে সংসার ধর্ম্ম ধর্ম্মের কারণ।
সব কর্ম্মে ঈশ্বরেতে রাখিবেক মন,
তাঁর প্রিয় কার্য্য সদা করিবে সাধন।
কভু সুখ কভু দুঃখ সংসার লক্ষণ,
আয় বুঝে ব্যয় করি রবে সুখী মন।
লোক লৌকিকতা তরে করি আড়ম্বর,
না করিবে ঋণ ভারে পতিকে কাতর।
ঘোরতর দুঃখ যদি করয় পীড়ন,
ধীরমনে দৃঢ়পণে করিবে বহন।
ন্যায়মতে দ্বিপ্রহরে শাকান্ন আহার,
ধন্য বলি বিভু পদে দিবে নমস্কার।
স্বামীর যদ্যপি হয় সম্পদ অতুল,
একবারে তাহাতে না হইবে বাতুল।
পরিমিত ব্যয় যত করি সমাধান ,
নানামতে জগতের সাধিবে কল্যাণ।
সম্পদ্ বিপদ্ যিনি করেন প্রেরণ,
সমভাবে সদা তাঁতে রাখিবেক মন।৩

কবে বামাগণ হয়ে সুশিক্ষিতমনা,
হিতকর নানা গ্রন্থ করিবে রচনা,
জ্ঞানশিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষা করিবেক দান,
প্রাণপণে স্বজাতির সাধিবে কল্যাণ ?
বিবাদ কলহ স্থানে হইবে সদ্ভাব
আলস্য ঘুচিয়া হবে পরিশ্রম লাভ।
রূপের স্থানেতে হবে গুণের গৌরব,
স্বার্থ ছাড়ি ধর্ম্মে মন দিবে নারী সব।
সতীত্ব, নম্রতা, লজ্জা, দয়া, সুশীলতা,
ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধু চেষ্টা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা,
সকল পবিত্র গুণ করিয়া ভূষণ,
গৃহলক্ষ্মীসম শোভা করিবে ধারণ।
কবে অন্তঃপুরে হবে নারীর সমাজ,
হইবে ঈশ্বর পূজা নানা সাধু কাজ ?
কবে ভ্রম মোহ সব হইবে সংহার,
সত্য ধর্ম্ম সকলের হবে কণ্ঠ-হার ;
ধর্ম্মের অধীনে নারী হইবে স্বাধীন,
মনের আনন্দে সুখী রবে চিরদিন ?৪

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ।

ভুল না ভুল না কভু জগত ঈশ্বরে,
যাঁর তুল্য বন্ধু নাই জগত ভিতরে;
যাঁহা হতে ধন প্রাণ যত প্রিয়জন;
দিবানিশি যিনি সবে করেন পালন;
জীবের হিতের তরে যিনি দেন দুঃখ—
সে দুঃখত দুঃখ নয় শেষে হয় সুখ।
অতএব দুঃখ ভরে হ'ওনা কাতর,
তাঁরে দেখে স্থির কর দুঃখিত অন্তর।
ছেড়ো না ছেড়ো না সেই অমূল্য রতন,
সকলি অসার জেনো বিনা সেই ধন!
কি ধন পেয়েছ বল এ ছার সংসারে,
সমভাবে থাকে যাহা চিরকাল তরে?
একান্ত নির্ভর কর তাঁহার উপর,
সংসার যাতনা দূরে পলাবে সত্বর।
হৃদয়ে পবিত্র ভাব করিয়া ধারণ,
সত্যপথে ধর্ম্মপথে করহ গমন।
অসার সংসারে মন না কর বন্ধন,
পরকাল নিত্যসুখ করহ চিন্তন।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY THE VICTORIA PRESS.